NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ কিছু অফিসার বিবেকের তাড়নায় অপরাধীদের ধরছেন: অর্জুন সিং

সিগন্যাল বিভ্রাটে থমকাল গ্রিন লাইন, সন্ধেয় ছন্দেই ২

কলকাতা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২৮ মাঘ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.02.2026, Vol.19, Issue No. 241, 8 Pages, Price 3.00

২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা দু'সপ্তাহ পিছল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার নতুন সময়সূচি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ২৮ শে ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত করা হয়েছে।

কমিশনের নির্দেশে জানানো হয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির কাজ চলবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তার পরবর্তী ধাপে নথিপত্র যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ শেষ করতে হবে ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এছাড়া ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক খুঁটিনাটি যাচাই করা হবে। সব প্রক্রিয়া শেষ করে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ধার্য করেছে নির্বাচন কমিশন।

সুপ্রিম কোর্টের ৯ ফেব্রুয়ারির নির্দেশের ভিত্তিতেই এই সংশোধিত সময়সূচি জারি করা হয়েছে বলে কমিশনের চিঠিতে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব আধিকারিককে নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

ইআরও এবং এইআরও-রা যাতে নথি যাচাই সম্পূর্ণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেই কারণেই এই বাড়তি সময় দেওয়া হবে বলে জানিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, মাইক্রো অবজার্ভারদের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনও অধিকার নেই। কমিশন সূত্রের খবর, স্ক্রুটিনির জন্য সাত দিন বাড়তি সময় দেওয়া হলে শুনানি (হিয়ারিং) শেষ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। তার পর সাত দিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখ পর্যন্ত চলবে স্ক্রুটিনি। ফলে কমিশনের আগেকার ঘোষণা অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও তা অন্তত ২১ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে যেত এমনিতেই। কমিশনের তরফে তা আরও এক সপ্তাহ বাড়িয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে। এর আগে পূর্বসূচিতে কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, গত শনিবার, ৭ ফেব্রুয়ারি ছিল এসআইআরের শুনানির শেষ দিন। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা ছিল।

ভোটের ভেরি সম্ভবত ২ মার্চ

নির্বাচন তিন দফায়: সূত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হতেই যে ভোট ঘোষণা হয়ে যাবে তা নিয়ে তা কার্যত সময়ের অপেক্ষাই। এরইমধ্যে শোনা গিয়েছিল এক দফাতেই ভোট করাতে প্রস্তুত রয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এখন নতুন যে খবর আসছে তাতে জানা যাচ্ছে ২ মার্চ বাংলার জন্য হয়ে যেতে পারে ভোট ঘোষণা। ৩ দফাতেই হতে পারে এবারের বিধানসভা ভোট। সূত্রের খবর এমনটাই। অন্যদিকে এক দফাতে ভোট হতে পারে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায়। অন্যদিকে ২ দফায় ভোট হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে।

কলকাতা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়ায় ভোট হতে পারে একসঙ্গে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে একসঙ্গে ভোট হতে পারে। অন্যদিকে অশান্তি প্রবণ ৫ জেলায় বিশেষ নজর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। বিশেষ নজর মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, কোচবিহারে বিশেষ নজর থাকছে কমিশনের। একইসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও বিশেষ নজর থাকছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে ভোটের দফা কমানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। এখন তিন দফাতে আদৌও ভোট হয় কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরে। ওয়াকিবহাল মহলের বড় অংশের মতে, হাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী কত থাকছে, কোথায় কোথায় মোতায়েন সম্ভব, স্পর্শকাতর বুথগুলির অবস্থা কী থাকছে তার উপরেও অনেকটাই নির্ভর করবে এই সিদ্ধান্ত। কারণ, শান্তিপূর্ণ ভোট করতে হলে অবশ্যই পর্যাপ্ত বাহিনীর প্রয়োজন হবে। এখন পর্যাপ্ত বাহিনী পাওয়া গেলে তবেই ভোটের দফা কমানো সম্ভব হবে। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন। সেখান থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলে তবেই ভোটের দফা কমানো যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকার স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজ এখনও শেষ পর্যায়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, ফলে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশে কিছুটা দেরি হচ্ছে। তবুও কমিশন সমান্তরালভাবে ভোটের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারদের সঙ্গে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে চলা নতুন কর্মীদের বিষয়টি কমিশনের কাছে গৌণ। কমিশনের স্পষ্ট বক্তব্য, 'ভোটের দফা নির্ধারণই এখন অগ্রাধিকার।' মাইক্রো অবজার্ভার সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা প্রশাসনিক স্তরে সামলানো হবে বলেই জানানো হয়েছে।

পয়লা এপ্রিলেই বেকারদের ভাতা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অগস্ট নয়, এপ্রিল থেকেই মিলবে যুবসাথী! রাজ্যের অন্তর্বর্তী ঘোষিত 'বাংলার যুবসাথী' প্রকল্প চালুর সময়সীমা এগিয়ে আনল রাজ্য সরকার। আগে ঘোষণামাফিক ১৫ অগস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু হওয়ার কথা থাকলেও, এখন তা কার্যকর হবে আগামী ১ এপ্রিল থেকেই। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসের অন্তর্বর্তী বাজেটের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা মাসে ১,৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। এই সহায়তা সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, এই ভাতা অন্য কোনও সরকারি স্কলারশিপ বা শিক্ষাবৃত্তির উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। ঐক্যশ্রী, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-স্কলারশিপ, শিক্ষাশ্রী বা অন্য কোনও প্রকল্পের সুবিধা চলতে থাকবে আগের মতোই।

তিনি বলেন, যারা অন্য কোনও প্রকল্প থেকে অর্থ পাচ্ছেন না, তারাই এই ভাতার আওতায় আসবেন। পাঁচ বছর পরে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সময়সীমা বাড়ানো হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে। ১৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই শিবির চলবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং সরাসরি আবেদন নেওয়া হবে। জমা পড়া আবেদন যাচাই করে যোগ্য প্রাপকদের হাতে সুবিধা তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু কীভাবে আবেদন করবেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যুবসাথীর আবেদনপত্র নেওয়ার জন্য দুয়ারে সরকার ধাঁচে বিধানসভা ভিত্তিতে ক্যাম্পের আয়োজন করা হচ্ছে। ১৫ থেকে ২৬ তারিখ অবধি চলবে এই ক্যাম্প। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আধিকারিকরা থাকবেন। সেখানেই প্রয়োজনীয় নথি দিয়ে আবেদন করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মিলবে রসিদও। এই প্রকল্প নিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হবে বলে জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একই সঙ্গে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। এই প্রকল্পে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের বছরে দু'বার ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এই আবেদনও একই শিবিরে গ্রহণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেচের জলের জন্য যাঁদের বছরে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হত, তাঁদের ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবেদনকারীদের সেচের খরচ মকুব করা হবে।

সাংবাদিক বৈঠকে আসন্ন উৎসব ও সম্ভাব্য নির্বাচনের প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রমজান, হোলি, ইদ, পয়লা বৈশাখ, সব উৎসবই চলবে। তার মধ্যেই যদি নির্বাচন আসে, নির্বাচনও তার নিয়মে চলবে।' 'যুবসাথী' প্রকল্পের সূচনার দিন নিয়ে হালকা রসিকতাও করেন তিনি। বলেন, '১ এপ্রিল থেকে শুরু করছি। পয়লা এপ্রিল মানেই এপ্রিল ফুল, কিন্তু এখানে কোনও এপ্রিল ফুল নয়।'

সংসদে বঞ্চনায় সরব অভিষেক

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: দফায় দফায় সভা মুলতুবি হয়ে যাওয়ায় সোমবার কেন্দ্রীয় বাজেটের উপর বক্তৃতা করতে পারেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার সেই সুযোগ পেলেন তিনি। ৪০ মিনিটের ভাষণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা বিষয় ছুঁয়ে গিয়েও শেষমেশ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগেই সরব হয়েছেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা।

সংসদের অচলাবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের শাসক দলকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করাল তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অভিষেক বন্দোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিতর্ক ও জবাবদিহি এড়াতেই বিজেপি পরিকল্পিতভাবে সংসদের কাজ ব্যাহত করছে। তাঁর দাবি, সদ্য পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেট জনস্বার্থে ব্যর্থ হওয়ায় তা নিয়ে আলোচনার সাহস দেখাতে পারছে না সরকার।

এদিন সংসদে 'দুই ভারত' তত্ত্ব তুলে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধোনা করলেন লোকসভার তৃণমূলের দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, একদিকে ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার দাবি করছে। গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বার্তা দিচ্ছে, অথচ সেই ভারতেরই কিছু নাগরিককে স্রেফ ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং সংস্কৃতির জন্য বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে দেগে দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা বাজেট ভাষণের জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার বলেন, 'কিছুদিন আগে আমেরিকায় তরুণ কমেডিয়ান দুই ভারতের কথা বলেছিলেন। তাতে বহু মানুষ হেসেছিল। কিন্তু তিনি শুধু হাস্যরস সৃষ্টি করেননি। আয়না দেখিয়েছেন। আমি সেই দুই ভারতের প্রতিনিধি।' অভিষেক বলেন, 'আমি এমন এক ভারত থেকে আসি যেখানে বলা হয়, এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত। আবার সেখানেই স্রেফ মাতৃভাষাকে সন্দেহের কারণ হিসাবে দেখা হয়। বাংলা বললেই বাংলাদেশি, মাছ খেলেই মোগল। এখানে জয় বাংলা বললেই, আমার সোনার বাংলা গাইলেই অনুপ্রবেশকারী হিসাবে দেগে দেওয়া হয়।'

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার বকেয়া নিয়ে সংসদে সরব তৃণমূল। বাজেটের জবাবি ভাষণের মঞ্চকে হাতিয়ার করেই সেই বকেয়া নিয়েও সরব হলেন অভিষেক। তিনি বললেন, 'আমরা একদিকে নিজেদের বিশ্বগুরু বলে দাবি করি। অন্যদিকে বাংলার ১০ কোটি মানুষকে নিজেদের প্রাপ্য করের ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আজও বাংলার ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি আটকে আছে। এটা শুধু টাকা নয়, এটা সম্মানের প্রশ্ন।' তৃণমূলের লোকসভার দলনেতার অভিযোগ, স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য বাংলার মানুষ ১০০ দিনের রোজগার গ্যারান্টি আইনের রোজগার পাচ্ছেন না। আবাসের যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

ওমের অনাস্থায় ইন্ডিয়ায় অনৈক্য

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে নোটিস দিল বিরোধীরা। মঙ্গলবার দুপুরে লোকসভার সচিবালয়ে এই নোটিস জমা দেন কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কে সুরেশ। জানা যাচ্ছে, ওই নোটিস লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল উৎপলকুমার সিংকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন স্পিকার।

উল্লেখ্য, এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত লোকসভায় প্রবেশ করবেন না বলে জানিয়েছেন স্বয়ং ওম বিড়লা। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য ওই নোটিসে বিরোধী শিবিরের ১২০ জন সাংসদ স্বাক্ষর করেছেন। তাতে কংগ্রেসের পাশাপাশি ডিএমকে এবং সমাজবাদী পার্টির সাংসদেরাও স্বাক্ষর করেছেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা ওই অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেনি বলেই জানা গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস যে এই অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিসে স্বাক্ষর করবে না, সেই আভাস আগেই মিলেছিল। মঙ্গলবার দুপুরেই লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, কংগ্রেস যে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চায় তাতে তৃণমূলের সাংসদদের সই করতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে বিজেপি-বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'-ভুক্ত দলগুলির যৌথ বিবৃতি দাবি করেছেন অভিষেক। জানিয়ে দেন, সে প্রক্রিয়া মানলে তবেই তৃণমূল তাতে সই করবে।

বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, লোকসভার বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপন পর্বে রাহুল-সহ বিরোধী দলের বিভিন্ন সাংসদকে বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি আট জন সাংসদকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। এই দুই ঘটনার প্রতিবাদেই স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চাইছে বিরোধী শিবির।

লোকসভার সচিবালয়ের এক সূত্র পিটিআই-কে জানাচ্ছে, নোটিসটি যাচাই করে নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। পিটিআই আরও জানাচ্ছে, অতীতেও লোকসভার স্পিকারকে অপসারণের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও বারই তা সফল হয়নি।

৭ মের মধ্যে নতুন বিধানসভা গঠন

■ **পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান (সপ্তদশ) বিধানসভার মেয়াদ শুরু হচ্ছে গত ৭ মে। তার মধ্যেই নতুন বিধানসভা গঠিত হবে। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে বিভিন্ন রাজ্যের আধিকারিকদের বদলি সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়েছে এই বার্তা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'নির্বাচন কমিশন একটি ধারাবাহিক নীতি অনুসরণ করে আসছে যে নির্বাচনী রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট পরিচালনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কর্মকর্তাদের তাঁদের নিজ জেলায় বা যেখানে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন সেখানে পোস্ট করা হবে না।'**

এর পরেই রয়েছে ভোটমুখী পাঁচ বিধানসভার মেয়াদ শেষের তারিখ। তা থেকে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ৭ মে, তামিলনাড়ুতে ১০ মে, অসমে ২০ মে, কেরলে ২৩ মে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ২৩ মে বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বিধানসভা সচিবালয়ের একটি সূত্র জানাচ্ছে, কমিশনের ওই বার্তা থেকে স্পষ্ট আগামী ৭ মের মধ্যে ভোটপ্রক্রিয়া শেষ করে কমিশনের তরফে অষ্টাদশ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

আত্মসমর্পণ, জেল হেপাজতে আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘদিন হাজিরা দেননি এবং অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়েছিলেন। শনিবার আদালতে গিয়েও বিচারক না থাকায় তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল। সোমবারও তিনি হাজির হননি, ফলে প্রশ্ন উঠেছিল তিনি আবার অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছেন কি না। মঙ্গলবার তিনি আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর আইনজীবী অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেন।

এদিকে আখতার আলি মামলা দীর্ঘতর করছেন। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি হাজিরা না দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আদালতে এদিন সেই দাবি করেছেন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত। সিবিআইয়ের তরফেও এদিন আদালতে আখতার আলির জামিনের বিরোধিতা করা হয়েছিল। পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের আইনজীবীও যুক্তি দেন, যখন একই অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ জেলে, তখন আখতার আলি বাইরে থাকবেন কেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, দুর্নীতির অভিযোগে বলা হয়েছে, আখতার আলির ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা জমা হয়েছে। সঙ্গে এও অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার টাকা ঢুকেছে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, বিমানের টিকিট বাবদ তিনি ১.৪৯ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, আখতারের বিরুদ্ধে নথি জালিয়াতি ও অতিরিক্ত দামে জিনিস কেনার অভিযোগও রয়েছে। এদিকে এই অর্থের উৎস সম্পর্কে আদালতে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি আখতার আলি।

শুনানির পর আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আখতার।

সুপ্রিমে পিছোল আইপ্যাক শুনানি

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল আইপ্যাক সংক্রান্ত মামলার শুনানি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি সঞ্জীব মেহতার বেঞ্চে মামলার শুনানির কথা ছিল। কিন্তু আইনজীবী কপিল সিবল অসুস্থ থাকার কারণে মামলার শুনানি সম্ভব হল না। পরবর্তী শুনানি কবে হবে, তা-ও জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

গত সপ্তাহের মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) এই মামলার শুনানির কথা ছিল আদালতে। কিন্তু ওই দিন শুনানি হয়নি। ইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই মতো মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) ফের মামলাটি শুনানির জন্য ওঠার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবী সিবল অসুস্থতার কারণে ফের পিছিয়ে গেল শুনানি। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলা শুনানির জন্য উঠবে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে রাজ্যের তরফে ইডির মামলা খারিজের আবেদন করা হয়। রাজ্যের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা দায়ের করার কোনও মৌলিক অধিকার নেই ইডির। যে ভাবে তল্লাশি হয়েছে, সে ভাবে তল্লাশি চালানো যেতে পারে না। কেন আইপ্যাককে কোনও আগাম নোটিস দেওয়া হয়নি, সে প্রশ্নও তোলা হয়েছে রাজ্যের তরফে।

গত ৮ জানুয়ারি কয়লা পাচার সংক্রান্ত একটি মামলায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং দপ্তরে হানা দিয়েছিল ইডি। ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সেখানে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তে বাধা এবং নথি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে ইডি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২৩১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Pranay Swarnakar ও Pranoy Swarnakar S/o. Tarapada Swarnakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shambhu Besra S/o. Sanatan Besra ও Sambhu Nath Besra S/o. S. Besra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Tannistha Saha Haldar D/o. Tushar Kanti Halder ও Tannistha Haldar D/o. T. K. Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasanta Kumar Das S/o. Santipada Das ও Prasanta Das S/o. S. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Wakil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ishaque Mahammad ও Mahammad Ishaque, Md Issak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২০২৫, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Namita Das Chowdhury ও Namita Chowdhury W/o. Jay Gopal Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৯১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukanta Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulya Kumar Roy ও P. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৬২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Farhad Mallick S/o. Oadul Haq Mallick ও Faradali Mallick S/o. A. K. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬০১ নং এফিডেভিড বলে আমি Abdul Moyen S/o. Late Abdul Kayum, R/o. Gahami, Raijamna, Pandua, Hooghly-712134, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার W.B.B.S.E. Secondary Education all documents-এ আমার পিতার সঠিক নাম Abdul Kayum-এর পরিবর্তে Abdul Kayoum লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Abdul Kayum & Abdul Kayoum সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Murtuja S/o. Sk Sadyaki ও Sekh Murtoja S/o. Sekh Sadyaki সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪০৩১ নং এফিডেভিড বলে আমি Mohammad Ekla Uddin @ Iku Sk, S/o. Late Md. Kamruddin, R/o. Kajipara, Chinsurah, Hooghly, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডে (WB/27/186/657107) আমার সঠিক নাম Mohammad Ekla Uddin-এর পরিবর্তে Iku Sekh লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Mohammad Ekla Uddin, Iku Sk & Iku Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sk Hasim ও আমার ছেলের নাম Sk Nazirul আমার ছেলের মাধ্যমিক রেজিষ্ট্রিশন সার্টিফিকেটে ভুলবশত পিতার নামের জায়গায় Mahammad Hossen হয়েছে। গত 28-01-2026 তারিখ তমলুক 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট নং 1944 বলে Sk Hasim ও Mahammad Hossen এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, BIJOY MONDAL@ DWIJAPADA MONDAL son of Late Jagabandhu Mondal @ Mandal and Smt. Lakshimayi Mandal, by faith Hindu, by occupation business, residing at 262, Bidhan Park, Baranagar Municipality, Noapara, Police Station-Baranagar, North 24-Parganas - 700 090, declare that BIJOY MONDAL and DWIJAPADA MONDAL are one and the same identical person, vide Affidavit No. 1770 before Learned Judicial Magistrate, 1st Class, Bankshall Court at Calcutta Date 21.01.2026.

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৬০০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Banani Chatterjee W/o. Late Samar Chatterjee R/o. 106, 81/2 ডাঃ চন্ডীচরন চ্যাটার্জ্জী রোড, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে (XXXX XXXX 2318) আমার সঠিক নাম Banani Chatterjee W/o. Samar Chatterjee-এর পরিবর্তে Chapala Rani Biswas C/o. Upendra Nath Biswas R/o. রাজ্যধরপুর মল্লিকপাড়া শ্রীরামপুর, ভিটিসি উত্তর রাজ্যধরপুর, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Banani Chatterjee W/o. Late Samar Chatterjee, R/o. 106, 81/2 ডাঃ চন্ডীচরন চ্যাটার্জ্জী রোড, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫ ও Chapala Rani Biswas C/o. Upendra Nath Biswas, R/o. রাজ্যধরপুর মল্লিকপাড়া শ্রীরামপুর, ভিটিসি উত্তর রাজ্যধরপুর, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Kohinoor Khatun Bibi W/o. Ziaur Rahaman Sarkar, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. DH 2808/2011, dated 29/08/2011) আমার পুত্রের/ পিতা-মাতার সঠিক নাম Rijuan Rahaman Sarkar S/o. Ziaur Rahaman Sarkar as Father & Kohinoor Khatun Bibi as Mother-এর পরিবর্তে Rijuan Rahaman S/o. Jiyaur Rahaman as Father & Koohinur Bibi as Mother লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র/ পিতা-মাতা Rijuan Rahaman Sarkar S/o. Ziaur Rahaman Sarkar as Father & Kohinoor Khatun Bibi as Mother and Rijuan Rahaman S/o. Jiyaur Rahaman as Father & Koohinur Bibi as Mother সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

CHANGE OF NAME

I, Kartick Bhowmik S/O Surya Bhowmik, Kartik Bhowik S/o Suryakumar Bhowik, M/O Chinu Bhowmik, W/O Surya Bhowmik residing at Vill. & P.O.- Changrakalaganda, P.S.- Tamluk, Dist.- Purba Medinipur shall henceforth be known as Kartik Bhowmik S/O Suryakumar Bhowmik M/O Chinmoyee Bhowmik, W/O Suryakumar Bhowmik 1st class Judicial Magistrate Tamluk Court vide affidavit No. 2981 Dated 05.02.26 Kartik Bhowmik S/O Surya Bhowmik, Kartik Bhowik S/O Surya Bhowik, M/O Chinu Bhowmik, W/O Surya Bhowmik and Kartik Bhowmik S/O Surya kumar Bhowmik M/O Chinmoyee Bhowmik, W/O Suryakumar Bhowmik both are same and identical person

CHANGE OF NAME

I,Hiren Mandal, s/o Lt. Chitta Mandal residing at Vill. & P.O.- Dakshin Gouripur, P.S.- Bishnupur, Dist. South 24 Parganas shall henceforth be known as Hiron Mondal and Hiren Mondal as declared before the Notary public Tamluk court, Purba Medinipur vide affidavit No. 3708 Dated 07.02.2026 Hiren Mandal, Hiren Mondal and Hiron Mondal both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

In the Ld. Court of the District Delegate Midnapore, Dist.- Paschim Medinipur.

Probate Case No. 02/2026

উদয় রঞ্জন পাল ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র নম্বর মোকর্দ্দমার নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বর্নিত সম্বন্ধে রায়তঃ **চিত্ত রঞ্জন পাল**, পিতা-৺রাধা গোবিন্দ পাল তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় গত ইং ২২.১০.১৯৯৯ তারিখে একটি উইলপত্র নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র **কৌস্তভ পাল** এর বরাবর সম্পাদন করিয়া যান, এবং উক্ত কৌস্তভ পালের পিতা- উদয় রঞ্জন পালকে executor নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। দরখাস্তকারী অত্র আদালতে প্রবেট মঞ্জুর করিবার জন্য অত্র নম্বর মোকর্দ্দমাটি উত্থাপন করিয়াছে। তপশীলে বর্নিত সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারও কোনো আপত্তি বা objection থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে মহামান্য পশ্চিম মেদিনীপুরের District Delegate আদালতে হাজির হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Description of the Property

1) Dist- Paschim Medinipur, Under থানা: Midnapore, of Mouza -Keranitola, J.L. No. 171, R.S. Survey No - 6860, Khatian No.- 04, R.S & L.R. Plot No. 493-- 48 decimals, R.S & L.R. Plot No.492- -14 decimals, **Total 62 decimals**

2) Dist- Paschim Medinipur, Under থানা- Midnapore, of Mouza -Miyabazar,J.L. No. 173, Khatian No.- 259, R.S Plot No. 261, L.R. Plot No.479 -- Bastu - 6.3 decimals, R.S Plot No. 1772, L.R. Plot No.482 -- Bastu -- 6.3 decimals. **Total 12.6 decimals**

অনুমত্যানুসারে
Barun Kr Santra (সেরেস্তাদার)
মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

আমি সৌম্য শুভ্র পাল, পিতা সুপ্রকাশ পাল, সুরেরপুকুর, চন্দননগর, হুগলি নিবাসী, আমমোক্তার গ্রহীতা আমি ইং ০৫.০২.২৫ তারিখে ডি. এস. আর-II, হুগলী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে Deed No. I/556/205 আমমোক্তার নামা দাতা ১)দিলীপ কুমার পাল, ২) সুলগ্না বাগচী, ৩) সুপর্ণা সেন, ৪) অর্চনা পাল, ৫) প্রসেনজিৎ পাল, ৬) প্রসেনজিৎ পাল, ৭) নমিতা পাল, ৮) গীতিকান্ত শতপতি ইহারা আমাকে রেজিস্ট্রি করিয়া দেন। মৌজা চন্দননগর সিট-১, জে এল-১, হাল খতিয়ান ২৫৪৪, ২৫৪৫, ২৫৪৬, ২৫৪৭, ২৫৪৮, ২৫৪৯, ২৫৫০, ২৫৫১, এল আর দাগ নং-২৪৩, জমির পরিমাণ মোট সম্পত্তি ০.৩৫৬ একর ডাঙা সম্পত্তি হইতেছে। এই আমমোক্তার নামায় যদি কারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সিঙ্গুর খালিসানি (মানকুন্ডু) বি এল এন্ড বি এল আরও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সত্বর যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অভিজিত বসু, ২)শ্রী বিশ্বজিত বসু, ৩)শ্রীমতী গীতারানী মল্লিক**, স্বামী বীরেন্দ্র নাথ মল্লিক, সকলের পিতা ৺শঙ্কর নারায়ন বসু, **৪)শ্রীমতী প্রতিমা বসু ওরফে নমিতা বসু**, স্বামী ৺পূর্ণেন্দু বসু, **৫)শ্রী কৌশিক বসু, ৬)শ্রী দেবরাজ বসু**, ৫/৬ পিতা ৺পূর্ণেন্দু বসু, **৭)শ্রীমতী সাধনা বসু**, স্বামী ৺গৌতম বসু, **৮)শ্রী প্রীতম বসু, ৯)শ্রী প্রতীম বসু**, ৮/৯ পিতা ৺গৌতম বসু, সকলের সাকিম মারসিট, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১১/০৫/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-01328/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **সেখ নুরুল ইসলাম**, পিতা মহঃ খায়রুল আনাম, সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **সেখ নুরুল ইসলাম** মহাশয় বিগত ইং ১৫/০৬/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01805/2016 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **বিষ্ণুপদ মন্ডল**, পিতা পরিতোষ মন্ডল সাকিম মিসন বাজার, বিধাননগর (এম), বিধাননগর, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১০২, মহাশয়কে ৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **বিষ্ণুপদ মন্ডল** মহাশয় তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই, বিগত ইং ১৩/১০/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05582/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **প্রশান্ত সরকার** পিতা ৺অজিত সরকার মহাশয়ের সহিত যৌথ ভাবে আমাকে (**নাজবুননীসা** স্বামী মরহুম আহমদ আলি, সাকিম ৪ কল বস্তী লেন, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫) ৮.৩৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মারসিট, ১০০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪২৪ কৃঃ, ৮৯৮ কৃঃ, ৮৯৯ কৃঃ, ৯০০ কৃঃ, ৯০১ কৃঃ ও ৯০২ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১১৪৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৩৭ শতকের মধ্যে ৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **নাজবুননীসা** স্বামী মরহুম আহমদ আলি আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-নাজবুননীসা (ক্রেতা)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী নবকিশোর রুইদাস, ২)শ্রী কুশধবজ রুইদাস, ৩)শ্রী কার্ত্তিক রুইদাস, ৪)শ্রী পশুপতি রুইদাস**, সকলের পিতা ৺দর্পনারায়ন রুইদাস, সকলের সাকিম বি.এম.এম. লেন, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়গণ বিগত ইং ১৩/০৭/২০০৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00060/2005 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অতীশ দীপঙ্কর দাস**, পিতা শ্রী নবকিশোর রুইদাস, সাকিম ২১, বি.এম.এম. লেন, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৮/০২/২০০৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00306/2006 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কমল দেও সাউ**, পিতা শ্রী রাম প্রসাদ সাউ, সাকিম নর্থ ব্রুক গেট (জি.টি. রোড), চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, ২১ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৩৭৮ নং তথা হাল এল.আর. ১০৫০ কৃঃ, ৪৭৯ কৃঃ, ৩৭৪ কৃঃ ও ১২৩০ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৪৪০১ তথা হাল এল.আর. ৪৫০১ নং দাগে শালি জমি ১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী কমল দেও সাউ**, পিতা শ্রী রাম প্রসাদ সাউ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট্ মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate), Chandernagore Court, Hooghly

নোটিস

এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল **"Calcutta Chemical & Industrial Co-Operative Society Limited"**, যার ঠিকানা ৪৩২, জি. টি. রোড, বৈদ্যবাটি, চৌমাথা, তাদের সেক্রেটারি (অ্যাক্টিং) **শ্রী সব্যসাচী মুখার্জী**-এর মাধ্যমে এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, উক্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটির অন্তর্গত ও মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করবেন। উক্ত সম্পত্তিটি প্রায় ১১ কাঠা ১৭৮ বর্গফুট পরিমিত, যা মৌজা-বৈদ্যবাটি এলাকায় অবস্থিত, এল.আর. দাগ নং ২৫২৫ ও ২৪৯৬-এর অন্তর্গত। উক্ত বিক্রয় কার্যক্রম ২০২৬ সালের মধ্যে সোসাইটির আইনগত দায়বদ্ধতা ও বাজারজাত ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে এবং তা **West Bengal Co-Operative Societies Act, 2006** ও তদনুসারে প্রণীত বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করেই সম্পন্ন করা হবে।

এই নোটিসের মাধ্যমে যাহাদের কোনো আপত্তি বা দাবি রয়েছে, তাহাদেরকে যথাযথভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই নোটিস প্রাপ্তি/জ্ঞানলাভের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা: শ্রী অরিজিৎ গুপ্ত, অ্যাডভোকেট মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট চেম্বার: কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, রুম নং-২ কলকাতা–৭০০০০১ ই-মেইল: advocatearijitgupta@gmail.com

উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে কোনো প্রকার নোটিস, আপত্তি বা দাবি গ্রহণ করা হবে না।

স্বা/- অরিজিৎ গুপ্ত (অ্যাডভোকেট)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) নিবেদিতা নন্দী, ২) নিয়তি নন্দী ৩) সুবর্ণ সেন ৪) বেদবতী নন্দী, ৫) ঝর্না নন্দী (চন্দ্র) সকলের পিতা -প্রয়াত গুরুগবিন্দ নন্দী, সাকিম + পোস্ট+ থানা-কীর্ণাহার, জেলা-বীরভূম। তাহাঁদের ভগ্নী প্রয়াতা প্রণতি নন্দী পরোটা মৌজাস্থিত এল. আর. ১৭৪২ দাগের ৩১৭১ নং খতিয়ানে ০১ শতক পরিমান রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তির উপর একটি বসতবাড়ি রহিয়াছে তিনি অপুত্রক থাকায় উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিগন তাঁহার ওয়ারিশ বলিয়া বিক্রয় করিতে চাহেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আইনি আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু দ্বারা নিজ বক্তব্য জানাইবেন অন্যথাই আমার মক্কেলগন নিম্ন তপসিলভুক্ত সম্পত্তি নিজ প্রয়োজনে বিক্রয় করিবেন।

তপশীল

জেলা- বীরভূম, সদর-সিউড়ী, কীর্ণাহার থানার, মৌজা- পরোটা, জে. এল. নং- ২২, এল. আর. খতিয়ান নং- ৩১৭১, এল. আর. দাগ নং- ১৪৪২, বিক্রিত পরিমান- ০১ শতক বসতবাড়ি সহ।

PROBAL ROY (ADVOCATE) BOLPUR, COURT, BIRBHUM (W.B) ENROLMENT NO-F/1608/1006/2012
১৫/১২/২৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২৮শে মাঘ, বুধ বার, নবমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

সিগন্যাল বিভ্রাটে থমকাল গ্রিন লাইন, সন্ধেয় ছন্দেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রিন লাইন মেট্রোর যাত্রীদের জন্য সোমবার বিকেলে তৈরি হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশনে আচমকা সিগন্যালিং ব্যবস্থায় ত্রুটি ধরা পড়ায় নিরাপত্তার কারণে সাময়িকভাবে মেট্রো চলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত পরিষেবা সীমিত করে কর্তৃপক্ষ।

মেট্রো সূত্রে জানা গেছে, সিগন্যালিং সিস্টেম থেকে অস্বাভাবিক 'ফিডব্যাক' আসায় ঝুঁকি এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। এক মেট্রো কর্তা জানান, 'যাত্রী নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা যায় না। সমস্যা চিহ্নিত হতেই ট্রেন চলাচল বন্ধ করে ইঞ্জিনিয়াররা কাজে নামেন।' এই পরিস্থিতির মধ্যে পুরো লাইন বন্ধ না রেখে আংশিক পরিষেবা চালু রাখা হয়। কিছুক্ষণ গ্রিন লাইনে ট্রেন চলেছে শুধুমাত্র বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে হাওড়া ময়দান স্টেশনের মধ্যে। ফলে মধ্যবর্তী স্টেশনগুলির যাত্রীদের বিকল্প পরিবহণের উপর নির্ভর করতে হয়। অফিস ফেরত সময়ে এই বিভ্রাটে ভোগান্তিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

তবে অপেক্ষা দীর্ঘ হয়নি। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ত্রুটি দ্রুত চিহ্নিত করে মেরামতির কাজ শেষ করা হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, 'ইঞ্জিনিয়ারিং টিম দ্রুত সমস্যার সমাধান করেছে। বিকেল ৫টা ৩২ মিনিট থেকেই গ্রিন লাইনের পুরো রুটে স্বাভাবিক পরিষেবা ফের চালু হয়েছে।' মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যেই পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফেরে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে।

বেকারত্ব দূরীকরণে কারিগরি প্রশিক্ষণ চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে জ্যোতি ফাউন্ডেশন: প্রিয়াঙ্গু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেশ কয়েক বছর ধরেই ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশন। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি 'জ্যোতি প্রতিভা সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে উক্ত ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে জানান, বেকারত্ব দূরীকরণ ও যুব সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে একটাও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র নেই। ফলতঃ শিল্পাঞ্চলের নতুন প্রজন্ম কারিগরি শিক্ষা থেকে এখনও বহু কদম পিছিয়ে রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নিয়ে প্রিয়াঙ্গু জানান, ইতিমধ্যেই চাকরিমুখী ফ্রি লাইব্রেরি এবং ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চলছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী পড়ুয়াদের প্রতি বছর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তবে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়। এদিন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জানান, ২০২৬ সালে যাঁরা এসএসসি-জিডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। যাঁরা দেশসেবার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন, তাঁদের আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'জ্যোতি প্রতিভা সম্মানে' সম্মানিত করা হবে। তাছাড়া ২০২৫ সালে কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, ওইদিন তাঁদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তিনি জানান, এবারে ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে দু'শোর বেশি তরুণ-তরুণী এসএসসি-জিডি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছেন, যাঁরা আগামীতে দেশ সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখবেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হন। প্রিয়াঙ্গু জানান, পুলওয়ামায় নিহত বীরদের স্মরণ করেই আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের সূচনা করা হবে এবং এসএসসি-জিডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা ১৬ ফেব্রুয়ারি সেনায় যোগ দেবেন, তাঁদের ওই বিশেষ দিনে সংবর্ধিত করা হবে।

কিছু অফিসার বিবেকের তাড়নায় অপরাধীদের ধরছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বারুইপাড়া এলাকায় হানা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রবি সাউ। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো সংগ্রহ করেছে এবং কেন সেগুলো নিজের কাছে রেখেছিল।

এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, কিছু অফিসার এখনও ভালো আছেন। যাঁরা অপরাধ বিরোধী। তাঁর কথায়, ভাটপাড়া থানার পুলিশ অপরাধীদের ধরছে এবং অস্ত্র উদ্ধার করছে। অথচ পার্শ্ববর্তী থানাগুলো যেমন- নৈহাটি, জগদ্দল, বীজপুর, বাসুদেবপুর কিংবা টিটাগড় থানা তো অপরাধীদের ধরছে না। তাঁর দাবি, কিছু অফিসার বিবেকের তাড়নায় অপরাধীদের ধরছেন। যাঁরা অপরাধীদের ধরছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ করছেন। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, অপরাধ আর অপরাধীকে পায়ের তলায় রাখলে শহর, জেলা, রাজ্য সবই শান্ত থাকবে। কিন্তু তৃণমূল সরকার অপরাধ ও অপরাধীকে মাথায় তুলে রেখেছে। তৃণমূল জমানায় অপরাধীদের পুলিশ নিরাপত্তা দিচ্ছে। এটাই রাজ্যবাসীর কাছে দুর্ভাগ্যের।

শিল্পাঞ্চলে অস্ত্র আমদানি নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, অস্ত্র বিদেশ থেকে আসছে নাকি! ফতেল্লাপুর-সহ খড়দা গ্রামীণ অঞ্চলে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী এলাকায় দোকান থেকে অস্ত্র বিক্রি হয়। পুলিশ কারবারিদের কাছ থেকে পয়সা নেয় বলেই ওদের ধরে না। প্রসঙ্গত, শিল্পাঞ্চলে গুন্ডারাজ শেষের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। কিন্তু শিল্পাঞ্চলে গুন্ডারাজ বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং গুন্ডারাজ বেড়েছে। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, উত্তর ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে ৮১ বছরের বৃদ্ধকে মেরে খুন করা হল। অথচ অভিযুক্ত ব্যক্তি কাউন্সিলার-সহ বার অ্যাসোসিয়েশনের পদে এখনও বহাল রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল লিগ্যাল সেলের লোকজন আদালত চত্বরে একজন পুলিশ কর্তা-সহ সাংবাদিকদের মারধর করেছে। এই তো বাংলার অবস্থা।

নৈহাটিতে ইসরোর 'স্পেস অন হুইলস'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই প্রদর্শনী বাস প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের কাছে মহাকাশ গবেষণার প্রযুক্তি ও মডেল প্রদর্শিত করা হচ্ছে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ইসরো ও বিজ্ঞান ভারতীর যৌথ উদ্যোগে পড়ুয়াদের জন্য 'স্পেস অন হুইলস' নামক ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী করা হচ্ছে। এই চলমান প্রদর্শনীর মাধ্যমে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে ভারতের মহাকাশ গবেষণার সাফল্য।

মঙ্গলবার নৈহাটির ঘোষপাড়া রোডের ওপর ভারত সেবা সমিতির মাঠে এসে পৌঁছয় সেই বিশেষ বিজ্ঞান প্রদর্শনী বাস। মহাকাশ গবেষণার মডেল ও রকেট দেখতে নৈহাটি অঞ্চলের স্কুলপড়ুয়ারা সেখানে ভিড় জমায়। বাসের ভেতরে থাকা ইসরোর তৈরি স্যাটেলাইট, রকেট ইঞ্জিন, চন্দ্রযান-সহ বিভিন্ন অভিযানের মডেল পড়ুয়াদের দেখানো হয়। এদিন ডঃ কৃষ্ণ সমাদ্দার জানান, স্পেস প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসরো থেকে রকেট কী ভাবে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে, তা ভ্রাম্যমাণ বাসে বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে দেখানো। তাঁর কথায়, আজকের দিনে নাসার পরেই ইসরোর নাম। তিনি বলেন, রোহিণী থেকে শুরু করে অ্যাপোলো, আর্যভট্ট, চন্দ্রযান কী ভাবে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল, তা প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। ডঃ কৃষ্ণ সমাদ্দার আরও জানান, প্রথমে রকেট সাইকেলে বহন করা হত। বর্তমানে ১০ হাজার কেজি সামগ্রী নিয়ে রকেট মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৮ মাঘ ১৪৩২ বুধবার

মাথায় লোহার রড পড়ে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুপুরের ব্যস্ত সময়ে হাওড়া শহরের বুকে নেমে এল মর্মান্তিক বিপর্যয়। হাওড়া পুরসভা সংলগ্ন ট্রেড সেন্টার চত্বরে নির্মাণ কাজ চলাকালীন উপরতলা থেকে ভারী লোহার রড পড়ে দু'জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়েই উঠছে বড় প্রশ্ন। ব্যস্ত বাজার এলাকার মাঝখানে এমন দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। তাঁদের বক্তব্য, নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গাফিলতির কোনও জায়গা থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।

ভাতার রাজ্যে শিল্প গদ্যময়

রাজীব মুখোপাধ্যায়

শিল্পে বিনিয়োগের খরা আর তার বিপরীতে ভাতার পরিধি বিস্তার; এই দুই মেরুর টানাপোড়েনেই দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বাজেট রাজনীতি। মঙ্গলবার রাজ্য সরকার যুবশ্রী ভাতা ঘোষণার পর সেই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। বেকার যুবকদের মাসিক আর্থিক সহায়তার ঘোষণা তৃণমূলের কাছে সামাজিক সুরক্ষার সাফল্য হলেও, বিরোধীদের মতে এটি শিল্পহীন বাস্তবতাকে ঢাকার আর একটি প্রচেষ্টা।

তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, রাজ্য সরকার কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'চাকরি না পাওয়া যুবকদের না খাইয়ে রাখা যায় না। ভাতা অন্তত তাঁদের বাঁচার ভরসা।' তৃণমূলের দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবশ্রী ও অন্যান্য ভাতা প্রকল্পে রাজ্যের অর্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছচ্ছে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে গতি আসছে।

কিন্তু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ আরও তীব্র। বাজেট নিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'ভাতা দিয়ে চাকরি হয় না। শিল্প না এলে কর্মসংস্থান হবে কীভাবে?' আরও একধাপ এগিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এই সরকার শিল্প আনতে ব্যর্থ, তাই ভাতাকেই রাজনৈতিক ঢাল বানিয়েছে।'

সরকারি তথ্যই দেখাচ্ছে, শিল্প ও পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির হার সামাজিক কল্যাণ খাতের তুলনায় অনেক কম। নতুন কারখানা বা বড় শিল্প প্রকল্পের ঘোষণা সীমিত, অথচ ভাতা-নির্ভর প্রকল্পের সংখ্যা ও ব্যয় দুইই বাড়ছে। ফলে প্রশ্নটা ক্রমেই স্পষ্ট; পশ্চিমবঙ্গ কি ধীরে ধীরে ভাতা-নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে? নাকি শিল্পহীনতার এই গদ্যময় বাস্তবতা একদিন ভাতার রাজনীতিকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে?

এসআইআর থেকে বাজেট, শুভেন্দুর নিশানায় সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা সংশোধন ও কর্মসংস্থান; সব ক'টি ইস্যুতেই রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তমলুকের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের ৯ ফেব্রুয়ারির নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতাকেই কার্যত সিলমোহর দিয়েছে।

শুভেন্দুর কথায়, 'সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলেছে, নির্বাচন কমিশন তার গাইডলাইন মেনে এসআইআর চালাবে। সেই কাজে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার রাজ্য সরকারের নেই।' তিনি অভিযোগ করেন, আদালতে রাজ্যের তরফে যে আধিকারিকদের তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে, সেখানে একাধিক ক্ষেত্রে নির্দেশিকা ভেঙে গ্রুপ-বি পদস্থ কর্মকর্তাদের বদলে নিচুতলার কর্মী, এমনকী অবসরপ্রাপ্ত ও পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদের নামও ঢোকানো হয়েছে। তাঁর মন্তব্য, 'এই ধরনের তথ্য আদালতে দিলে তা অবমাননার পর্যায়ে পড়তে পারে। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ হবে।'

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সার্কুলারে ইআরও ও এআরওদের স্বাধীনভাবে আইন মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর সতর্কবার্তা, কোনও চাপের কাছে নত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আইনি জটিলতায় পড়তে হবে।

অন্তর্বর্তী বাজেট প্রসঙ্গে শুভেন্দুর অভিযোগ, চার মাসের বাজেটে চাকরি বা শূন্যপদ পূরণের কোনো রূপরেখা নেই। তিনি বলেন, 'কর্মসংস্থানের বদলে ভাতার ঘোষণা দিয়ে আসল সমস্যাকে ঢাকার চেষ্টা চলছে।' তাঁর দাবি, বেকারভাতা ও যুব প্রকল্পের ধারাবাহিকতা নেই, আর নির্বাচনের আগে নতুন ঘোষণা করে যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট করেন, ভোটার তালিকা সংশোধন ও নিয়োগ;দু'ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিরোধীরা নজরদারি ও আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

রাজ্যে কি কোনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে? প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে তীব্র ভাষায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। এক প্রকাশ্য বক্তব্যে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দেন। তিনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীকে কতবার সাসপেন্ড করা হয়েছে?'

রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'যে রাজ্যে একটি মিটিং করতে বিরোধী দলনেতাকে ১০৪ বার হাই কোর্টে যেতে হয়, সেই রাজ্য কি গণতান্ত্রিক?' আরও অভিযোগ তুলে শমীক বলেন,'যে রাজ্যে বিরোধী দলনেতার গাড়ি থামিয়ে তার ওপর পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হয়, যে রাজ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সভা করতে আদালতের অনুমতি নিতে হয়; সেটা কেমন রাজনীতি? তাই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও রাজনৈতিক ও নৈতিক অধিকার নেই এই নিয়ে কথা বলার।'

তিনি যোগ করেন, 'যে রাজ্যে বিজেপির বিধানসভা অধিবেশন একটু বড় হলেই বাতিল করে দেওয়া হয় এবং যে রাজ্যে বিদেশমন্ত্রী অমিত শাহের সভা করতেও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়, সেখানে কি কোনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে?' সবশেষে তাঁর কটাক্ষ, 'এগুলো কি কোনও গণতান্ত্রিক রাজ্যের চিত্র, নাকি পরিকল্পিতভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধের নমুনা?'

বলাগড় বন্দরের অগ্রগতি প্রকাশ্যে, সংসদে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যসভায় মঙ্গলবার হুগলির বলাগড়ে প্রস্তাবিত কলকাতা বন্দর-কেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সরব হন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি প্রকল্পের গতি ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানান।

কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সংসদে জানান, বলাগড় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রস্তুতি অনেকটাই সম্পন্ন। তাঁর কথায়, 'এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইতিমধ্যেই বন্দরের কাছে রয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র মিলেছে ২০২৫ সালের ২৪ জানুয়ারি। রেল ওভারব্রিজের কাজের অর্ডার দেওয়া হয়েছে চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি, আর রাস্তা নির্মাণের দরপত্র ডাকা হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি।'

মন্ত্রী জানান, ৫৩৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সংস্থা আইডব্লিউএআই ইপিসি ভিত্তিতে অর্থ জোগাবে এবং বেসরকারি সংস্থা পিপিপি মডেলে যুক্ত হবে। প্রকল্প থেকে প্রায় ২,৬০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০২৮ সাল পর্যন্ত। তবে বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা হিসেবে রাজ্য সরকারের ভূমিকাকেই দায়ী করেন মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'রাজ্য সরকারের অসহযোগিতাই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এগোতে দিচ্ছে না।'

শমীক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, 'পরিকাঠামো প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও যদি প্রকল্প আটকে থাকে, তার দায় প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।' সংসদের মঞ্চে উঠে আসা এই তথ্য ফের রাজ্যের শিল্প ও বন্দর উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলে ধরল।

তাজপুর বন্দর থমকে, শিল্পে লগ্নিতে আস্থার সংকট বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে গতি আনার কথা ছিল তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে প্রকল্পটি কার্যত অচল অবস্থায় পড়ে থাকায় ফের প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের শিল্প পরিচালনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একাধিকবার দরপত্র ও ঘোষণা হলেও বাস্তবে কাজ শুরু হয়নি।

২০২২ সালে তাজপুর বন্দরের উন্নয়নের দায়িত্ব পায় আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশ্যাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড। লেটার অব ইনটেন্ট জারি হলেও জমি, অনুমোদন ও রাজ্যস্তরের সমন্বয় ঘাটতির কারণে প্রকল্প এগোয়নি। শেষমেশ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে রাজ্য সরকার নতুন করে দরপত্র ডাকতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তোলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট ক্ষোভ, 'তাজপুর বন্দরের মতো কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বছরের পর বছর ঝুলে থাকাটা প্রমাণ করে, বাংলায় শিল্প বিনিয়োগের পরিবেশ কতটা অনিশ্চিত। একই সংস্থা অন্য রাজ্যে সফলভাবে বন্দর গড়ছে, অথচ এখানে প্রকল্প থেমে যাচ্ছে;এর দায় রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার।' শিল্পমহলের মতে, এই ধরনের অনিশ্চয়তা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের আস্থা দুর্বল করে। তাজপুর এখন আর শুধু একটি বিলম্বিত বন্দর নয়; রাজ্যের শিল্প ভবিষ্যৎ কী ভাবে পিছিয়ে পড়ছে, তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

কেন্দ্রীয় উদ্যোগে বাংলার শিল্প মানচিত্রে নতুন গতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পোন্নয়নমূলক নীতির প্রত্যক্ষ সুফল পেতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (পিএলআই) প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের একাধিক উৎপাদন সংস্থা নতুন বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের পথে হাঁটছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি শিল্প সংস্থা বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে, যার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

শিল্প পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে টেক্সটাইল ক্ষেত্রেও জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় অর্থানুকূল্যে রাজ্যে গড়ে উঠছে দু'টি বৃহৎ টেক্সটাইল পার্ক। কলকাতার আমিগমেফ অ্যাপারেল পার্কে অনুমোদিত কেন্দ্রীয় ব্যয় ৪০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩১.৬১ কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে। অন্য দিকে, হাওড়ার জগদীশপুরে পশ্চিমবঙ্গ হোসিয়ারি টেক্সটাইল পার্কের জন্য ২৮.০৬ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে ভারত সরকার, তার মধ্যে ২৫.২৫ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই হাতে পেয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। দুই প্রকল্পই বর্তমানে নির্মাণ ও বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের এক আধিকারিক বলেন, 'এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য শুধুই অবকাঠামো নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ভিত মজবুত করা।' শিল্পমহলের মতে, কেন্দ্রীয় সহায়তায় এই উদ্যোগগুলি বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন ও টেক্সটাইল শিল্প নতুন উচ্চতায় যাবে।

অনুমতির জটেই থমকে বেনারস ব্রিজের শেষ ধাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বামনগাছি ও বেনারস ব্রিজে কাজ বন্ধ; এই দাবি ঘিরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে মুখ খুলল পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশন। রেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, প্রকল্প থমকে নেই, আটকে রয়েছে কেবল প্রশাসনিক অনুমতিতে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শতাধীপ্রাচীন বেনারস ব্রিজ ও চাঁদমারি ব্রিজ বহু আগেই তাদের কাঠামোগত আয়ু পেরিয়ে ফেলেছে। দীঘ দিনের ব্যবহারে দুর্বল হয়ে পড়া এই দু'টি সেতুকে নিয়মিত প্রযুক্তিগত নজরদারিতে রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্তও সেই কারণেই। রেলের নিজস্ব অর্থেই দুই প্রকল্পের মূল কাঠামোর কাজ ইতিমধ্যে শেষ।

তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেতুর বাইরের অংশে। রেল সীমানার বাইরে থাকা সংযোগকারী রাস্তা তৈরির জন্য রাজ্য প্রশাসনের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অনুমোদন প্রয়োজন। সেই অনুমতি এখনও মেলেনি। পূর্ব রেলওয়ের এক কর্তা জানান, 'আমরা একাধিকবার লিখিতভাবে এবং বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি রাজ্যকে জানিয়েছি। অনুমতি পেলেই কাজ শুরু করা যাবে।' রেল আরও সতর্ক করেছে, দেরি বাড়লে যাত্রী নিরাপত্তা যেমন ঝুঁকিতে পড়বে, তেমনই হাওড়া স্টেশন থেকে ছুটে চলা লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলেও প্রভাব পড়তে পারে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, 'জনস্বার্থে কাজ শেষ করতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত, শুধু সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়।'

সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা উদ্যোগে কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার।

শিকড়ের সন্ধানে 'ভ্রমরা' আয়োজিত হল লোক উৎসব ১৪৩২

শম্ভুনাথ ভৌমিক

বাংলার মাঠ-ঘাট আর প্রান্তরের ধুলোয় মিশে আছে আমাদের শিকড়ের গান। ১৯৬২ সাল থেকে সেই সুর সংগ্রহ আর সংরক্ষণের ব্রত নিয়েছে লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র 'ভ্রমরা'। সংস্থার প্রাণপুরুষ শিবব্রত কর্মকারের নিরলস পরিশ্রমে আজ বিশ্বদরবারে সমাদৃত বাংলার লোকগান। যার উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে 'ভ্রমরা'।

এই ঐতিহ্যের ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে এবার বসছে চাঁদের হাট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দনা মজুমদার ও কিরণচন্দ্র রায়। সঙ্গে আমানত ফকির ও রিনা দাস বাউলের মায়াবী কণ্ঠ। উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কর্ণধার সুব্রত রায়। এদিন 'ভ্রমরা' নিয়ে এল বাংলার একঝাঁক লুপ্তপ্রায় লোকসঙ্গীতের ডালি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গিরিশ মঞ্চে আয়োজিত হল এই 'লোক উৎসব ১৪৩২'। শিকড়ের টানে এদিন বহু সঙ্গীতপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন গিরিশ মঞ্চে।

অন্তর্বর্তী বাজেটে মিড-ডে মিল কর্মীদের বঞ্চনার ছবি

শুভাশিস বিশ্বাস

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে এক গভীর বঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছে মিড-ডে মিল কর্মীদের ক্ষেত্রে। এই মিড-ডে মিলের কর্মীরা প্রতিদিন স্কুলে শিশুদের জন্য রান্না করেন, খাবার পরিবেশন করেন, অথচ তাঁদের নিজস্ব জীবনে ন্যূনতম নিরাপত্তা ও সম্মানজনক পারিশ্রমিকও মিলছে না বলেই অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মিড-ডে মিল কর্মী রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার থেকে আসেন। আরও একটু বিশদে লক্ষ্য করলে দেখা গেছে, এরা মূলত পরিযায়ী শ্রমিক বা কৃষিশ্রমিক পরিবারের সদস্য। মাসে মাত্র ২০০০ টাকা ভাতা পান তাঁরা, তাও আবার ১২ মাসের বদলে ১০ মাসের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে গ্রুপে কাজ করলে সেই টাকা ভাগ হয়ে আরও কমে যায়। ফলে তাঁদের পক্ষে সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। এদিকে, ২০২৬-এ রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে অর্থমন্ত্রী তাঁদের জন্য কোনও ঘোষণা করেননি।

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ হতেও দেখা গেছে। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মৌলালি মোড় ও শিয়ালদহ চত্বরে কর্মীদের রাস্তায় বসে স্লোগান দিতেও দেখা গেছে। বিভিন্ন ইউনিয়ন যেমন, পশ্চিমবঙ্গ মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ রন্ধনকর্মী ইউনিয়ন এবং সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন যৌথ ভাবে এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল। তাদের দাবি, ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, পরিচয়পত্র দিতে হবে, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অবসরকালীন সুবিধা চালু করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সিআইটিইউ নেত্রী মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে জানান, মাত্র ২০০০ টাকায় সংসার চলে না। অন্য দিকে, আশাকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অথচ মিড-ডে মিল কর্মীদের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই বৈষম্য দূর না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। পাশাপাশি আন্দোলনকারীরা এও জানান, এই আন্দোলন কেবল আর্থিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও। যাঁরা প্রতিদিন শিশুদের মুখে খাবার তুলে দেন, তাঁদের নিজেদের পরিবারের মুখে খাবার তোলার নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে সরকার। ফলে মিড-ডে মিল কর্মীদের আন্দোলন রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তর সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠছে।

সম্পাদকীয়

আরবিআইয়ের পদক্ষেপে স্বস্তিতে আমজনতা

প্রতিদিন বাড়ছে অনলাইন বা সাইবার প্রতারণা। সামনে আসছে জালিয়াতির নিত্যনতুন কায়দা। তাতে না বুঝে পা দিয়ে ফাঁদে পড়ছে সাধারণ মানুষ। খোয়া যাচ্ছে সর্বস্ব। সবচেয়ে বেশি এর শিকার হচ্ছেন প্রবীণ নাগরিকরা। সাইবার প্রতারণা থেকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট-এর তালিকায় তাঁদেরই সংখ্যা বেশি। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে মানুষ। আতঙ্কে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি। এবার তাঁদের জন্য স্বস্তির বার্তা দিল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। গ্রাহক সুরক্ষায় এবার বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলেছে, অনলাইন প্রতারণার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ দেবে তাঁরা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ছোটখাটো আর্থিক প্রতারণার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর জন্য ইতিমধ্যে নতুন কমপেনসেশন ফ্রেমওয়ার্ক বা ক্ষতিপূরণ কাঠামোও তৈরি করার কাজ শেষ হয়েছে। দেশের অন্যতম রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তথ্য বলছে, আর্থিক প্রতারণার ৬৫ শতাংশই ৫০ হাজার টাকার কম অঙ্কের হয়। আরবিআই জানিয়েছে, প্রস্তাবিত পরিকাঠামোয় কেউ যদি ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক প্রতারণার শিকার হন, তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের ১৫ শতাংশ করে দায় থাকবে গ্রাহক ও ব্যাঙ্কের। বাকি যে অঙ্ক থাকবে, তা আরবিআই দেবে। টাকার অঙ্ক অল্প হলেও, এটা ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য অনেক বলেই দাবি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এতে গ্রাহকরা অনেকটাই তাৎক্ষণিক স্বস্তি পাবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি ফিরেছে গ্রাহকমহলে। এই প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, আর্থিক প্রতারণা হলে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে তা একবারই দেওয়া হবে। বারংবার আর্থিক প্রতারণার শিকার হলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একাধিকবার ক্ষতিপূরণ দেবে না। একবারের জন্যই এই সুবিধা দেওয়া হবে। তাই ক্ষতিপূরণের ঘোষণার পাশাপাশি, গ্রাহকদের সতর্ক থাকতেও বলা হয়েছে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে কোনও ভুল বা গাফিলতি না করেন, সে কথাও বলা হয়েছে আরবিআইয়ের তরফে।

শব্দছক ৬৯

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. নীলমাধব ৪. থামা ৬. খুব সরু নল ৮. গোলাপী রঙের ডাল ৯. কথা বলায় হৃতশক্তি ১১. গাছের ছাল ১৪. অর্থহীন কথা ১৬. অন্ধকারে আচ্ছাদিত ১৯. ঘাপটি ২০. শির ২১. সশরীরে প্রতিবাদ-অবস্থান ২২. নোংরা আচরণ

ওপর-নিচ: ১. জনগণের প্রতি কর্তব্য করা ২. অতি শীর্ণ পথ ৩. থমকে থমকে চলা ৪. বিরক্ত প্রকাশ ৫. মৃত্যু ৮. ভালো শর্ত ৯. বাচ্চাছেলে ১০. হীরে ১২. স্কন্ধকাটা ভূত ১৩. বিশাল ১৪. ভাত ১৫. একাধিকবার থামা বা থামার মতো ১৬. যা বৈধ নয় ১৭. মনে মনে চাওয়া ১৮. ছক করিয়ে নেওয়া ২০. আঘাত করা

সমাধান ৬৮ — পাশাপাশি: ১. দমকা ৩. শালিনতা ৫. রাঙালু ৬. ভাগা ৭. কলবিঙ্ক ৯. গারল ১০. কবরী ১২. ভাগিদার ১৪. নত ১৫. নবাব ১৭. বিবরণ ১৮. নন্দিত

ওপর-নিচ : ১. দই ২. কারাগার ৩. শালুক ৪. তাপাঙ্ক ৬. ভাগাভাগি ৮. বিপরীত ১১. বনবন ১২. ভার্গবি ১৩. রনন ১৬. প্রীত

আজকের দিন

■ **১৯৭৯** — আয়াতুল্লাহ খোমেনির অনুসারীরা তেহরান দখল করে ইসলামী ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

■ **১৯৯০** — ২৭ বছর কারাভোগের পর, নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পান।

■ **২০১১** — ১৭ দিনের বিক্ষোভের পর হোসনি মোবারক মিশরের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

জন্মদিন

১৯৩৫ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় গুরুবক্স সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর জন্মদিন।*

১৯৮৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

স্বদেশ আত্মরক্ষার অলঙ্করণে গৌরবের মুকুট প্রেমবিহারী

বেবি চক্রবর্তী

স্বদেশ গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের বিজয়ের মুকুট চড়েছিল। ভারতের মাটিতে প্রায় ২০০ বছর বিট্রিশ শাসনের পর। সেই সময় স্বাধীন দেশের দরকার নতুন সংবিধান। আইনকানুন সুদূর করার জন্য বৈদেশিক শাসনের কবল থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টায় নব ভারত। এই সংবিধান গঠন - নকশা তো যেমন - তেমন করে হওয়ার নয়...! আবার সেই হাতে লেখা পৃষ্ঠার পাতায় পাতায় চাই ছবি ও নকশার বৈভব। ঠিক যেমনটি থাকত মুঘল পুঁথিচিত্রে অথবা পাল জৈন পুঁথি চিত্রকলায়। কিন্তু এই কাজের দায়িত্ব কে নেবে...? সেই সময় ভারতীয় সংবিধানের নকশার হাতের লেখার জন্য তলব পড়ল প্রেমবিহারী নারায়ণ রাইজাদ'র।একজন ভারতীয় ক্যালিগ্রাফার । তিনি ছিলেন ভারতের সংবিধান হাতে লেখা ক্যালিগ্রাফার হিসেবে বিখ্যাত।

প্রেমবিহারী নারায়ণ রাইজাদা ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর দিল্লির এক হস্তাক্ষর গবেষকের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।পিতা ব্রিজবিহারী নারায়ণ রাইজাদা। তিনি শৈশবে তার পিতা-মাতাকে হারান। সে কারণে তিনি পিতামহ রামপ্রসাদ সাক্সেনা ও পিতৃব্য চতুরবিহারী নারায়ণ সাক্সেনার কাছে মানুষ হন। তার পিতামহ রামপ্রসাদ একজন চারুলিপিকর ছিলেন। তিনি ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ফার্সি ভাষা শেখাতেন। পিতামহ সুন্দর হস্তাক্ষর করার জন্য প্রেমবিহারীকে ছোটবেলা থেকেই ক্যালিগ্রাফি আর্ট বা চারুলিপি শিল্প শেখাতেন। প্রেমবিহারী দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর পিতামহের কাছে শেখা চারুলিপি শিল্প নিয়ে চর্চা করতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য তার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গণপরিষদে ভারতের সংবিধানের খসড়ার কাজ চলছে, তখন জওহরলাল নেহরু সংবিধানের প্রথম চূড়ান্ত নথিটি রাইজাদাকে ইটালিক শৈলীতে হাতে লিখে দিতে বললেন এবং সেজন্য তিনি কি পারিশ্রমিক নেবেন তা জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে রাইজাদা জানালেন। প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে সাক্সেনা কায়স্থ ক্যালিগ্রাফার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা এবং বাবা দুজনেই যখন ছোট ছিলেন তখনই মারা যান এবং তাই রায়জাদাকে তাঁর দাদা - যিনি নিজে ইংরেজি এবং ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন - লালন-পালন করেন , যিনি রায়জাদাকে ভারতীয় ক্যালিগ্রাফি শেখাতেন। রায়জাদা দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজে পড়াশোনা করেন , যেখানে তিনি তাঁর ক্যালিগ্রাফি দক্ষতা আরও উন্নত করতে থাকেন।

১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে যখন ভারতের গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন করছিল। তখন জওহরলাল নেহেরু রায়জাদাকে মূল দলিলের প্রথম কপি লিখতে বলেছিলেন। সংবিধান হাতে লেখার জন্য তিনি কত পারিশ্রমিক নেবেন জানতে চাইলে রায়জাদা উত্তর দিয়েছিলেন, — ‘এক পয়সাও না। ঈশ্বরের কৃপায় আমার সবকিছু আছে, এবং আমি আমার জীবন নিয়ে বেশ খুশি।’ — ‘কিন্তু আমার একটা আর্জি আছে; সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমি আমার নাম লিখব এবং শেষ পৃষ্ঠায় আমার পিতামহের নামের সাথে আমার নামও লিখব।ক্ষ্ম প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের ক্যালিগ্রাফার। মূল সংবিধানটি তিনি একটি প্রবাহমান তির্যক শৈলীতে লিখেছিলেন। মূল সংবিধানের হিন্দি সংস্করণের ক্যালিগ্রাফি করেছিলেন বসন্ত কৃষ্ণ বৈদ্য। সংবিধান হলের বর্তমানে ভারতের সংবিধান ক্লাব নামে পরিচিত একটি কক্ষে কাজ করে, প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা ছয় মাস ধরে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ, ৮টি তফসিল এবং একটি প্রস্তাবনা সমন্বিত নথিটি তৈরি করেছিলেন। তিনি লেখার সময় শত শত কলমের নিব ব্যবহার করে নথিতে তার প্রবাহমান ক্যালিগ্রাফি শৈলী অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। নথিতে তাঁর এবং তাঁর দাদার নাম যুক্ত করার শর্তটি সম্মানিত হয়েছিল এবং নথিতে উভয়ের নামই দেখা যায়। যখন এটি সুসম্পন্ন হয়েছিল।পাণ্ডুলিপিটি ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সম্পন্ন হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত হয়। পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর এই অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন এবং সংবিধান লেখার জন্য তাঁকে সংবিধান হলে সেটি বর্তমানে কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত একটা ঘর দেওয়া হয়েছিল। যেখানে বসে রাইজাদা পুরো সংবিধানটির পান্ডুলিপিটা ইটালিক শৈলীতে লিখেছিলেন। হিন্দি ভাষায় সংবিধানটি লিখেছিলেন বসন্তকৃষ্ণণ বৈদ্য। তিনি ছয় মাসের পরিশ্রমে ৩৯৫টি ধারা, ৮টি তফশিল ও ১টি প্রস্তাবনা সংবলিত সংবিধানের পাণ্ডুলিপিটি লিখেছিলেন। তিনি লেখায় ৪৩২টি কলমদানি আর ৩০৩ নম্বরের নিব পেনের ব্যবহার করেন। এই নিবগুলো ইংল্যান্ড ও চেক্সস্লোভিয়া থেকে আনা হয়েছিল। তার ও তার পিতামহের নাম পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়। যখন পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ সম্পন্ন হয়, তখন দেখা যায় ২৫১ টি পার্চমেন্ট কাগজের পাতা ব্যবহার করতে হয়েছিল। সংবিধানটির ওজন ৩ কিলোগ্রাম ৭৫০ গ্রাম। সংবিধানটি দৈর্ঘ্যে ২২ ইঞ্চি আর প্রস্থে ১৬ ইঞ্চি।এছাড়াও পাণ্ডুলিপিতে ফাঁকা অংশে নন্দলাল বসু ও শান্তিনিকেতনের তার ছাত্রছাত্রীরা অনবদ্য চিত্র শৈলীতে ভরিয়ে তুলেছিলেন। মহেঞ্জোদড়োর সিলমোহর, রামায়ণ, মহাভারত, গৌতম বুদ্ধের জীবন, সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার, বিক্রমাদিত্যের সভা,সম্রাট আকবর ও মুঘল সাম্রাজ্য,মহারানি লক্ষ্মীবাঈ, টিপু সুলতান, গান্ধীজির আন্দোলন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ও ফৌজের লড়াই, ভারতের পাহাড়, সমুদ্র ও মরুর সৌন্দর্যের রূপচিত্র সুচিন্তিত উপায়ে চিত্রায়িত হয়েছিল।আইনের প্রভাব অপরিসীম।সংবিধানের বহু বিষয় সরাসরি এই আইন থেকে গৃহীত হয়। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ ও রাজ্যসভা নিয়ে দ্বিকক্ষীয়/বহুকক্ষীয় আইনসভা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে আইনবিভাগীয় ক্ষমতাবণ্টনের মতো বিষয়গুলি উক্ত আইনের এমন কতকগুলি বিষয় যা বর্তমান সংবিধানেও গৃহীত হয়েছে।

ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্ লি ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেন। এই মিশনের সদস্য ছিলেন এ. ভি. আলেকজান্ডার, প্যাথিক লরেন্স ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজশক্তির হাত থেকে ভারতীয় নেতৃবর্গের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও চূড়ান্তকরণ এবং কমনওয়েলথ অফ নেশনসে একটি অধিরাজ্যের মর্যাদায় ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান।এই মিশন সংবিধানের রূপরেখা নিয়েও আলোচনা করে এবং সংবিধান খসড়া কমিটি স্থাপনের জন্য প্রাথমিক কয়েকটি নির্দেশিকাও চূড়ান্তকরণ হয়। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির মোট ২৯৬টি আসনে নির্বাচন সমাপ্ত হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই দিনই সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন কার্যকরী হয়। এই আইনবলে ব্রিটিশ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। স্থির হয়, সংবিধান প্রবর্তন পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্র কমনওয়েলথ অফ নেশনসের দুটি অধিরাজ্যের মর্যাদা পাবে। এই আইনবলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারত ও পাকিস্তান সংক্রান্ত বিষয় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং উভয় রাষ্ট্রের উপর সংশ্লিষ্ট গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান প্রবর্তিত হলে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রত্যাহৃত হয় এবং ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির অধিরাজ্যের বদলে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক মর্যাদা অর্জন করে। ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের জাতীয় আইন দিবস হিসেবেও পরিচিত।

ভারতের গণপরিষদ

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত ভারতের গণপরিষদ সংবিধানের খসড়াটি রচনা করে। জওহরলাল নেহরু, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন ঘোষ প্রমুখেরা ছিলেন এই গণপরিষদের প্রধান ব্যক্তিত্ব। তফসিলি শ্রেণীগুলি থেকে ৩০ জনেরও বেশি সদস্য ছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের, এবং এইচ. পি. মোদী ও আর. কে. সিধওয়া ছিলেন পারসি সম্প্রদায়ের সদস্য। সংখ্যালঘু কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়; তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট খ্রিস্টান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি। অরি বাহাদুর গুরুং ছিলেন গোর্খা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। বিশিষ্ট জুরি আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, বি. আর. আম্বেডকর, বেনেগাল নরসিং রাউ এবং কে. এম. মুন্সি, গণেশ মভলঙ্কার প্রমুখেরাও গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। বিশিষ্ট মহিলা সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সরোজিনী নাইডু, হংস মেহেতা, দুর্গাবাই দেশমুখ ও রাজকুমারী অমৃত কৌর। সচ্চিদানন্দ সিনহা ছিলেন গণপরিষদের প্রথম সভাপতি। পরে রাজেন্দ্র প্রসাদ এর নির্বাচিত সভাপতি হন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পরিষদের অধিবেশনে একাধিক কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৌলিক অধিকার কমিটি, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কমিটি ও কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি। ১৯৪৭ সালের ২৯ আগস্টে ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া কমিটি গঠিত হয়। আম্বেদকর ছাড়াও এই কমিটিতে আরও ছয় জন সদস্য ছিলেন। কমিটি একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে সেটি ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বরের মধ্যে গণপরিষদে পেশ করেন।

গণপরিষদ সংবিধান রচনা করতে ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন সময় নিয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে ১৬৬ দিন গণপরিষদের অধিবেশন বসে।একাধিকবার পর্যালোচনা ও সংশোধন করার পর ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের মোট ৩০৮ জন সদস্য সংবিধান নথির দুটি হস্তলিখিত কপিতে একটি ইংরেজি ও একটি হিন্দি সই করেন। দুই দিন বাদে এই নথিটি ভারতের সর্বোচ্চ আইন ঘোষিত হয়। পরবর্তী ৭০ বছরে ভারতের সংবিধানে মোট ১০৫টি সংশোধন আনা হয়েছে।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার স্মৃতিতে ২৬ জানুয়ারি তারিখটি সংবিধান পরিচালনার জন্য গৃহীত হয়েছিল। সংবিধানে ভারতীয় রাজ্যসংঘকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এই দেশের নাগরিকবৃন্দের জন্য ন্যায়বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সংহতি সুরক্ষার জন্য নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও গোত্রপ্রীতি সুজাগরিত করে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা হয়েছে। ক্ষ্মসমাজতান্ত্রিকক্ষ্ম, ক্ষ্মধর্মসাপেক্ষক্ষ্ম ও ক্ষ্মসংহতিক্ষ্ম এবং সকল নাগরিকের মধ্যে ক্ষ্মভ্রাতৃভাব-গোত্রপ্রীতিক্ষ্ম, পূর্বপ্রচলিত আইন সমূহ ক্ষ্মভারত শাসন আইন, ভারত কাউন্সিল আইন, ভারত স্বাধীনতা আইনক্ষ্ম, এই শব্দগুলি ১৯৭৬ সালে একটি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। সংবিধান প্রবর্তনের স্মৃতিতে ভারতীয়রা প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি তারিখটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে উদ্ যাপন করে। ভারতের সংবিধান বিশ্বের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ মধ্যে বৃহত্তম লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। এই সংবিধানে মোট ২৫টি ভাগে ৪৭০টি অনুচ্ছেদ, ১২টি তফসিল এবং ১০৫টি সংশোধন বিদ্যমান। ভারতের সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণে মোট শব্দসংখ্যা ১৯৫,০০০টি। এই সংবিধানের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপ্রচলিত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের চিরকালের জন্য বহাল রাখা হয়। দেশের সর্বোচ্চ আইন হওয়ার দরুন ভারত সরকার প্রবর্তিত প্রতিটি আইনকে সংবিধান অনুসারী হতে হয়। সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান মহাস্থপতি হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে। এই সময় দেশকে বিদেশি শাসকদের হাত থেকে চিরতরে জন্য মুক্ত করতে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত অধিরাজ্য ও পাকিস্তান অধিরাজ্যের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান গৃহীত হলে ভারতকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রূপে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পরে ভারত শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনের নীতি ও রূপরেখাগুলি এই সংবিধানে ঘোষিত হয়। সংবিধান কার্যকরী হওয়ার দিন থেকে ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির অধিরাজ্যের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সংসদ ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির হাত থেকে স্বহস্তে তুলে নেয়। এর ফলে ব্রিটিশ ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন বলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে ব্রিটিশ সরকারের রূপরেখাটি চূড়ান্ত করে। ইংল্যান্ডে ভারত সচিব বা সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া পদটি সৃষ্টি করা হয়। এঁর মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন করত। সেক্রেটারি অফ স্টেটকে সহায়তা করত ভারতীয় কাউন্সিল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদটিও সৃষ্টি করা হয় এই সময়। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ পদাধিকারীদের নিয়ে ভারতে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সৃষ্টি করা হয়। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন বলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ও অ-পদাধিকারী সদস্যদের নিয়ে আইন পরিষদ বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল স্থাপিত হয়। ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন বলে দেশে প্রাদেশিক আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আইন পরিষদে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই সকল আইন বলে সরকার ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও তাঁদের ক্ষমতা ছিল সীমিতই। ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন দুটি সরকার ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ আরও প্রসারিত করে। ১৯৪৯ সালে ২৬ শে নভেম্বর সংবিধানের পাণ্ডুলিপির কাজ সম্পন্ন হয় এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি স্বাক্ষরিত হয়। হাতে লেখা এবং অলঙ্করণে সজ্জিত ভারতের সংবিধানের কপিটি দেরাদুনস্থিত সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ র অফিসে এবং মূল নথিটি দিল্লির জাতীয় জাদুঘরে সুরক্ষিত আছে।প্রেমবিহারী নারায়ণ রাইজাদা ১৯৬৬ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন।

আমাদের বাংলার মুখ, আমাদের বাংলা ভাষা

সুবল সরদার

বাংলা ভাষার সুরে মোহিত প্রাণ আমার। তাই বাংলা ভাষার টানে ফিরে আসি বারবার। রূপ রস গন্ধ ভরা বাংলা ভাষা আমার ছন্দ, অলংকার, অহংকার। এখানে কবির বীণা বেজে ওঠে গীত বিতানে সোনার তরী বেয়ে। এখানে কবির রূপসী বাংলা জেগে থাকে জাম, জামরুল, হিজলের ছায়ায়। এখানে গানের ভাষা ছড়িয়ে পড়ে সুরের বাতাসে নদী মাঠ খাট ভালোবাসে যেখানে প্রেম হয়ে কৃষ্ণচূড়া দাঁড়িয়ে থাকে ভোরের বাতাসে। রূপকথার অনাবিল পাখির মতো বাংলা ভাষা প্রজাতির ডানা মেলে ওড়ে রামধনু রাঙা হয়ে। হেমন্তের পর বসন্তের ছোঁয়ায় এখন ফুটেছে আমের মুকুল, সজনে ফুল, আমড়ার ফুল, পাতিলেবুর ফুল, গোলাপ জামের ফুল, পলাশ, আকন্দ ফুল ঠিক যেন ফুলের দেশ হয়ে। রূপসী বাংলার এতো রূপ বাংলা ভাষা ছাড়া কে দেখতে পায়? কে বোনে জাল, কে ধরে মাছ, কে ধরে হাল, কে টানে লাঙ্গল এমন বাংলার ছবি কে আঁকতে পারে? কর্মময়, সুখ দুঃখের জীবনের ছড়া- ছবি বাংলা ছাড়া কে দেখতে পায় ? প্রেম ভিখারিণী রাই -এর মনের কথা বাংলা ভাষা ছাড়া কে বুঝতে পারে? কে দেখতে পায় প্রিয়ার লুকানো চোখের জল, গোপন ব্যথা? পাখির কূজন, ফুলের সৌরভ, নদীর গান বাংলাভাষা ছাড়া কে শুনতে পায়? কে শোনে পায়রার বকবক বকম বকম, ঘুঘুর ডাক, কোকিলের সুর? কোথায় রাখাল বালক গরু চরায়, কোথায় সন্ধ্যা নামে সর্ষের ক্ষেতে ? কোথায় শুনতে পাব মিষ্টি সুরে বলছে প্রিয়া আমায় - তুমি এখন কোথায় আছো ? কী ছায়ায়, কী মায়ায় মুগ্ধ আমার প্রাণ! দখিণে বাতাসে একটি পত্র পাঠিয়ে দিয়েছে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। বাংলার ঘ্রাণ মেখে সাত সমুদ্র পেরিয়ে কত দূরে যাবে চলে ! দোল খেলার আমন্ত্রণ। পলাশ ফুলের রঙিণ জলে তোমার সাথে খেলব হোলি প্রিয়া, তাই বিদেশ থেকে বাংলায় এসো একবার ফিরে। বাংলা ভাষার প্রেম বিদেশ থেকে প্রিয়সীর চিঠির মতো মিষ্টি মধুর সুমধুর। মধুকোপী ঘাস, নীল সুপুরির বন, সবুজ কলাপাতা জীবনানান্দ দাশের বাংলা আমার প্রাণ ।

আয় আয়-
খোকাখুকি ছুটে ছুটে আয় -
ওই খাঁজাওয়ালা যায়।
আয় আয় -
ছুটেছুটে আয়।

খাঁজাওয়ালার কন্ঠ স্বর ‘অমল ও দইওয়ালা’ র মতো সুরের বাতাসে ছড়িয়ে যায় বাংলার নদী, মাঠ, খেত ভালোবেসে। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা থাকতে পারে ,বর্গী হামলার গান থাকতে পারে কিন্তু সেই মলিনতা কখনো বাংলা ভাষায় ছাপ ফেলতে পারে না। বৃষ্টির জলে ধুয়ে ফুলের সৌরভের মতো রূপসী বাংলা চিররূপসী হয়ে বেঁচে থাকে। আমাদের বাংলা ভাষা এইভাবে আমাদের বাংলার মুখ হয়ে ফিরে আসে, প্রাণে বাজায় বাঁশি।

চর্চাবাসর ৭২

‘হাভাতে’ শব্দটি বাংলা ভাষার একটি খাঁটি দেশি শব্দ, যা অভাব বা অন্নকষ্ট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বাংলা একাডেমি অভিধান অনুসারে, ‘হা’ (অভাব বা অঢেল) এবং ‘ভাত’ (খাদ্য) মিলে শব্দটি গঠিত হয়েছে। এটি মূলত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা চরম দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাবের সামাজিক ইতিহাস ধারণ করে। এটি এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের ভাতের অভাব নিত্যদিনের সঙ্গী।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলা আবাস যোজনার ঘর পেলেন তৃণমূলের যুব নেতা!

অভিযোগ, বঞ্চিত যোগ্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: বাংলা আবাস যোজনার ঘর পেলেন তৃণমূলের যুব নেতা। অন্যদিকে, যারা পাওয়ার যোগ্য তারা না পাওয়ায় ক্ষোভ চরমে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে কাটমানি ২০ হাজার টাকা দিতে না পারায় লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়ার মত অভিযোগও উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ ব্লকের হাসনাবাদ পঞ্চায়েতের ঘোষালের মোড় এলাকায়।

অভিযোগ, এই এলাকার প্রচুর মানুষ। তাঁরা বাংলার বাড়ি আবাস যোজনার ঘরের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বহু পরিবার পাওয়ার যোগ্য হলেও ঘর পাননি। অন্যদিকে একই এলাকায় তৃণমূলের যুব সভাপতি আবু সায়েদ মোল্লা ঘর পেয়ে গেলেন। এমনকি প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকাও তাঁর একাউন্টে ঢুকে গেল। আর এই নিয়ে এলাকায় যারা ঘর পাননি তাঁরা ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, 'তৃণমূলের যুব সভাপতি তিনি অর্থবিত্ত কিন্তু তারপরেও তিনি ঘর পেলেন। আর আমাদের কাছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম ২০ হাজার টাকা করে ঘর পিছু চেয়েছিল। কিন্তু আমরা গরীব টাকা কোথা থেকে দেবো? টাকা দিতে পারিনি তাই আমাদের ঘরের লিস্ট থেকে নাম কেটে দেন।' যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের যুব নেতা আবু সায়েদ মোল্লা বলেন, 'আমি চাষবাস করি, আমার দুই দাদা বিদেশে চাকরি করে, তাদের পাকা বাড়ি আছে। আমি টালির ছাউনি দেওয়া একটি ঘরে থাকতাম। আমি আবেদন করার পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা এসে সরজমিনে খতিয়ে দেখে তারপরে আমাকে ঘর দিয়েছে। আর আমি ঘরের আবেদন করেছি ২০১৮ সালে, তারপর আমার ঘর বরাদ্দ হয়। আর আমি তৃণমূলের যুব সভাপতি হয়েছি ২০২৫ সালে। আমি যুব সভাপতি হওয়ার পরে ঘর পাইনি।' অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগের ব্যাপারে আমিরুল ইসলাম বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এই আবাস যোজনার ঘরের বিষয়ে কোনও হাত আছে বলে আমার জানা নেই। আর আমি দল দেখে মানুষের উপকার করি না। এখনো বিরোধী দলের মানুষ আছে তারাও আমার কাছ থেকে উপকার পায়। আমি স্বচ্ছ রাজনীতি করি। আবাস যোজনার ঘরের বিষয়টা পুরোটাই প্রশাসনিক আধিকারিকরা খতিয়ে দেখে তারপর দিয়েছে।

আবু সায়েদ মোল্লা গরিব ঘর থেকে উঠে আসা একটা ছেলে। সে পাওয়ার যোগ্য। সে টাকা পেয়ে সে বাড়ি তৈরি করছে। সত্যি যদি তাঁর বাড়ি থাকতো তাহলে কি সে বাড়ি তৈরি করত?' অভিযুক্তরা অজুহাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেও, এলাকার মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হচ্ছে না। তাঁদের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলছেন সরকারি প্রকল্প নিয়ে কাটমানি খাওয়া যাবে না। অথচ তার দলের নিচু তলাকার কর্মীরা দলনেত্রীর নির্দেশ উপক্ষা করেই তোলাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে পুরদস্তুর।

চাকরির দাবিতে ইসিএল অফিসে ধরনা জমিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাধাইপুর: ২০১৬ সালে শুরু হয় দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাধাইপুর খোলা মুখ খনির কাজ। সেই সময় এলাকার ১৪৪ একর জমি অধিগ্রহণ করার কথা ছিল। ইসিএলের অধিগ্রহণ হয়েছে মাত্র ৮৮ একর। বাকি জমি অধিগ্রহণ না করেই সেই জমির উপর কাজ শুরু করেছে ইসিএল বলে জমিদাতাদের অভিযোগ। বাকি জমিদাতাদের দাবি, তাঁদের জমি হয় তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে। নইলে জমি অধিগ্রহণ করে চাকরি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর সেই দাবিকে সামনে রেখেই দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাধাইপুর খোলা মুখ খনির এজেন্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ মাধাইপুর জমিহারা কমিটির জমি হারাদের। প্রত্যেকদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত চলবে এই ধরনা কর্মসূচি। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আমরণ অনশনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি জমিহারাদের। এছাড়াও এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জমিহারারা অভিযোগ করেন, ইসিএল কর্তৃপক্ষ তাঁদের কয়লা বোঝাই পরিবহণের গাড়িগুলি জেলাপরিষদের তৈরি করা রাস্তার ওপর দিয়ে অনবরত যাতায়াত করার কারণে রাস্তার অবস্থা যেমন দিনে দিনে খারাপ হয়েছে, তেমনই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দূষণের মাত্রাও। জমিহারা উৎপল রুইদাস, মলয় ঘোষের দাবি ইসিএল কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সাল থেকে তাঁদের চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। তাই তারা আজ বাধ্য হয়ে ইসিএলের মাধাইপুর কোলিয়ারি অফিসের সামনে ধরনা মঞ্চ তৈরি করে ধরনায় সামিল হন এবং মাধাইপুর খোলা মুখ খনির পরিবহন বন্ধ করেন। যদিও এই সাপেক্ষে ইসিএল কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে কোনও কথাই বলেননি বলে জানা যায়। জমিহারারা জানান, তাই মঙ্গলবার সকাল ছ'টা থেকে তাঁরা এই ধরনা মঞ্চে সামিল হয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসিএল তাঁদের কোনও সদুত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরনা চলবে।

কয়লা পাচার মামলায় ইডি-র জালে লালা ঘনিষ্ঠ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অবৈধ কয়লা পাচার মামলায় তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে ইডি গ্রেপ্তার করল কিরণ খাঁ ও চিন্ময় মণ্ডল নামে দুই ব্যক্তিকে। সোমবার কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার ধৃত দুজনকে পেশ করা হয় কলকাতায় ইডির বিশেষ আদালতে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুরে বেশ কয়েকটি জায়গায় একসঙ্গে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর তথা ইডি। যেসব ব্যক্তির বাড়ি ও অফিসে ওই দিন তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি তারা সকলেই কয়লা ও বালি পাচারের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ। তল্লাশিতে নগদ টাকা ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করে ইডি'র আধিকারিকেরা। তল্লাশির পর সোমবার সমন পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল পশ্চিমবর্ধমান জেলার রানিগঞ্জের বক্তারনগরের কিরণ খাঁ, দুর্গাপুরের বাসিন্দা চিন্ময় মন্ডল ও পুলিশ আধিকারিক মনোরঞ্জন মন্ডলকে। প্রথম দু'জন সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হলেও অনুপস্থিত ছিলেন পুলিশ আধিকারিক মনোরঞ্জন বাবু। জিজ্ঞাসাবাদের পর কিরণ খাঁ ও চিন্ময় মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে ইডি। প্রশ্নের উত্তরে অসঙ্গতি ও তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। উল্লেখ্য ধৃত কিরণ খাঁ কয়লার পাশাপাশি অন্ডাল ও রানিগঞ্জে দামোদর নদী থেকে বালি পাচারের কাজে সঙ্গেও যুক্ত। অন্যদিকে ধৃত চিন্ময় মণ্ডল সিবিআই-এর কয়লা পাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি তথা লালার ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ।

আগুনে ঝাঁপ, পাঁচ জনকে বাঁচিয়ে আমতায় হিরো রমেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: নাম রমেশ দৌলুই। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। বাড়িতে মা, বাবা আর সদ্য বিবাহিত স্ত্রী রয়েছেন। পেশা একটি গ্যাস গোডাউনের সামান্য কর্মচারি। বাড়ি হাওড়ার আমতা গগন মোড়ে। ছেলেবেলা থেকেই মানুষের সমস্যায় কিছু না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়া নেশা। বহুতলের নীচে জ্বলছে আগুন। ধোঁয়ায় ভরেছে চারিদিক। আর উপর থেকে পাঁচ জন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। এই পরিস্থিতিতে কিছু না ভেবে পাগলের মতো ছুটে পাশের একটি নার্সিংহোমের গা বেয়ে মই নিয়ে নিজেই উঠে পড়লেন যুবক রমেশ। পর পর নামালো পাঁচ জনকে। যাদের মধ্যে দু'জন মহিলা। দৃশ্যটি হাওড়ার আমতার। উল্লেখ্য মঙ্গলবার ভোরে হাওড়ার আমতা থানার নতুন রাস্তা মোড় সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগে। এই ঘটনায় চারটি দোকান পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, প্রথমে একটি কাঠের গুদামে আগুন লাগে, পরে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কাছে গুদামে কাঠ চেরাই হতো এবং কাঠের গুড়োয় আগুন লাগায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একটি ইলেকট্রনিক্সের দোকান-সহ আরও দুটি দোকান পুরোপুরি ছাই হয়ে যায়।। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ছয় ঘণ্টা চেষ্টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়। ভোট সাড়ে তিনটের নাগাদ এই আগুন লাগে এবং আগুনের খবর পেয়েই তৎপর হয়ে ওঠে। দমকলের তৎপরতায় এ যাত্রা আরো বড় ঘটনা থেকে রেহাই মিললো বলে মনে করছে এলাকার মানুষ।

তরুণীকে যৌন নির্যাতনে গ্রেপ্তার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রতিবেশী তরুণীকে লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে। ঘটনায় শোরগোল পড়ল হুগলির চণ্ডীতলায়। তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত শাসকদলের অভিযুক্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আবার ওই পঞ্চায়েত সদস্যের সদস্য পদ বাতিলের দাবিতে ডেপুটেশন দিলেন তৃণমূলের অন্য সদস্যরা। ঘটনাটি নিয়ে শাসকদলকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। তবে তৃণমূলের বক্তব্য, অন্যায় করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্যাতিতার দাদার অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে তাঁর বোনকে লাগাতার যৌন নির্যাতন করতেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। এক সপ্তাহ আগে তাঁরা বিষয়টি জানতে পারেন। সালিশি সভা বসে গ্রামে। পুলিশ গিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যকে তুলে নিয়ে আসে। তার মধ্যেই মারধর করা হয় ওই তৃণমূল নেতাকে। এদিন চণ্ডীতলা থানায় লিখিত অভিযোগের পর গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তাঁর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার আত্মীয়রাও। অন্যদিকে, এদিন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ জন সদস্য ও তিন জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে অভিযুক্তের সদস্য পদ খারিজের আবেদন করেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'আমার পঞ্চায়েতের সদস্যরা একটি চিঠি দিয়েছেন পদক্ষেপ করার জন্য। নিশ্চয়ই আমি বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই পালন করব। কারণ ভুল করলে সেটা অবশ্যই ভুল।' এ বিষয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি সিপিআইএম। বাম নেতা মনোজ চল বলেন, 'পঞ্চায়েতের সদস্যরা কোথায় গ্রামের উন্নয়ন করবেন। সেখানে একজন সদস্যের চরিত্রটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। এরা আবার নাকি মানুষের ভালো করবেন।'

মহারাষ্ট্রে মৃত তপনের পরিযায়ী শ্রমিকের নিথর দেহ ফিরল গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। মহারাষ্ট্রে একটি নির্মাণাধীন বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হলো তপন ব্লকের বাসুরিয়া এলাকার বাসিন্দা বছর চুয়াল্লিশের শ্যামল হাঁসদার। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর মরদেহ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাসুরিয়া এলাকার বাসিন্দা শ্যামলবাবু জীবিকার সন্ধানে মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি নির্মাণাধীন বহুতলে শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। গত শনিবার রাতে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত তিন তলা থেকে নিচে পড়ে যান। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মহারাষ্ট্র পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থার সহযোগিতায় অ্যাম্বুলেন্সে করে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মঙ্গলবার তাঁর নিথর দেহ গ্রামে ফেরে। সামনে নির্বাচন, তাই এই মৃত্যু নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জেলার রাজনৈতিক মহলও। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী এই ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় মানুষ ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সেখানে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। জেলায় পর্যাপ্ত সরকারি চাকরি ও শিল্পের পরিকাঠামো তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।'অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতা তথা বালুরঘাট টাউন সভাপতি সুভাষ চাকি বিরোধীদের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, 'এটি একটি নিছক দুর্ঘটনা। বিজেপি মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করছে। দেশের যে কেউ যেকোনো রাজ্যে কাজ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও মানুষ বাইরে যান, আবার ভিন রাজ্য থেকেও বহু মানুষ আমাদের রাজ্যে কাজ করতে আসেন।' উল্টে কেন্দ্র সরকারের অসহযোগিতার কারণেই রাজ্যে শিল্পায়নের পথে বাধা আসছে বলে তিনি পাল্টা দাবি করেন। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'আমরা মহারাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে তিন তলা থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় শ্যামল হাঁসদার মৃত্যু হয়। এরপর নির্মাণ সংস্থা ও পুলিশের সহযোগিতায় আজ আমরা দেহটি গ্রামে নিয়ে আসতে পেরেছি।' অন্যদিকে, রাজনীতি ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে বাসুরিয়ার মানুষ আজ শোকবিহ্বল। পরিবারের সচ্ছলতার আশায় ঘর ছেড়েছিলেন শ্যামল হাঁসদা, কিন্তু তাঁর এমন অকাল পরিণতিতে স্তব্ধ গোটা গ্রাম।

মালদায় দুর্ঘটনায় জখম ২ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হল দুই পরীক্ষার্থী। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার খয়ের তলায় এলাকার রাজ্য সড়কের। গুরুতর দুইজনকেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে। পুলিশে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাম রাজেশ খান (১৬) এবং রাশিদ খান (১৭) । তাঁরা নুরপুর হাই স্কুলের ছাত্র। তাঁদের সিট পড়েছিল মালদার মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলে। মঙ্গলবার ছিল মাধ্যমিকের ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা। এদিন ওই দুই পরীক্ষার্থী একটি মোটর বাইকে চেপে পরীক্ষা দিতে মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় খয়েরতলা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পেছনে ধাক্কা মারে তাদের বাইক। ঘটনায় দু'জন গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই পরীক্ষার্থী গুরুতর যখন হওয়ায় তাঁরা এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারে নি। পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনের মাথায় হেলমেট ছিল না।

দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লি.
শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো - নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া
পিন - ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ) ফোন নং - (০৩৪৭২) ২৪০-৩৪৭

সংশোধনী

বণিক এন্টারপ্রাইজ স্বত্বা: সুবীর বাণিক (ঋণগ্রহীতা), একদিন ১০.০২.২০২৬ সংস্করণে প্রকাশিত বিক্রয় নোটিশ এর দ্রষ্টব্য অংশে পড়তে হবে **পনেরো দিনের** বিক্রয় নোটিশ ত্রিশ দিনের পরিবর্তে বিক্রয় নোটিশ এবং নিয়ম এবং শর্তাদি, সেক্রেটারির নাম পড়তে হবে **শ্রী ঝন্টু লাল দাস** - শ্রী ঝন্টু মন্ডলের পরিবর্তে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

৩য় সিভিল জজের আদালতে (সিনিয়র ডিভিশন) -আলিপুর

টাইটেল স্যুট নং ১২৪৪১-২০১৩ সালের (ক্রম নং ১০৩-২০১১ সালের)

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কর্পোরেট সংস্থা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন, ১৯৫৫ অধীনে, স্থানীয় হোড অফিস- ''সমৃদ্ধি ভবন''। ১-স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজা বাগান ডকইয়ার্ড শাখায়, ৪৪-গার্ডেন রিচ, থানা-মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা- ৭০০০৪৪ ব্যবসা পরিচালনা এবং তার হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকারি শাখা, ৯বি, এসপ্ল্যানেড রো (পূর্ব), থানা -হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৬৯ ঠিকানায়।

... আবেদনকারী

বনাম

ফিরোজ আলম, মেসার্স আলসানা এমব্রয়ডারি নামে ব্যবসা পরিচালনাকারী সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আর-২২/সি/১- মসজিদ তালাব, গার্ডেন রিচ রোড, একতলা, কলকাতা -৭০০০২৪।

... বিবাদী

অনুগ্রহ করে অবহিত হোন যে, আবেদনকারী **২৬.০৮.২০১১** তারিখে আপনার বিরুদ্ধে **৬,১৭,৮৯৭.০০ টাকা** দাবি করে নির্দেশ পাওয়ার জন্য এক মামলা দায়ের করেছে, এবং আপনাকে **৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০টায়** আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলা বিষয়ে জবাবদিহি করার জন্য স্বয়ং বা যথাযথভাবে নির্দেশিতভাবে আইনজীবী মারফত বা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির জবাব দিহিতে সক্ষম এমন ব্যক্তি সঙ্গে হাজির হয়ে এবং আপনার স্বপক্ষ সমর্থনের বিষয়ে লিখিত বিবৃতি দাখিল করবেন এবং যে নথির দ্বারা আপনার স্বপক্ষে বা দাবির বিরুদ্ধে বা পাল্টা দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নথির তালিকা সংযুক্ত করে দিতে হবে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে।

আরও অবগত হোন সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং সময়ে আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মামলা আপনার অনুপস্থিতিতেই শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

তারিখ : ১৬.০১.২০২৬ স্বা/-

সেরেস্তাদার
৩য়, সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
আলিপুর

এসআইআর নিয়ে তৃণমূল ও বামেদের নিশানা তাপস রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এসআইআর নিয়ে তৃণমূলকে তোপ বিজেপি নেতা তাপস রায়ের। মঙ্গলবার দুপুর দুটোর সময় দুর্গাপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির রাজ্য সংকল্প কমিটির চেয়ারম্যান ও রাজ্য সভাপতি তাপস রায় অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চালাতে বাধা দিচ্ছে। তাঁর দাবি, এসআইআর করতে গিয়ে বিএলও-রা হুমকির মুখে পড়ছেন। তৃণমূলের পাশাপাশি বামপন্থীরাও এসআইআর চাইছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাপস রায় জানান, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ সবরকম সহযোগিতা চেয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আগে ভোটকেন্দ্রগুলিতে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী দেখা যেত, তবে এবার অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করতে বিজেপি সদর্থক পদক্ষেপ নেবে।' এদিন দুর্গাপুরের বি-জোনে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সংকল্প ওয়েবসাইটে মতামত সংগ্রহ ও ড্রপবক্স উদ্যোগের কথাও জানানো হয়। রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তাপস রায় বলেন, যুবসমাজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি চাকরি, স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরও বলেন, 'চাকরি কোনও দান নয়, এটা বাংলার যুবসমাজের ন্যায্য অধিকার। বিজেপি চায় চাকরি, দুর্নীতি নয়। বাংলা আজ পরিবর্তন চায়, স্বচ্ছ প্রশাসন ও যোগ্যতার মূল্যায়ন।' সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড
৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টেজ ইনফিনিটি @৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর - ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯১ CIN : L65921WB1989PLC047091
ই-মেইল- npr1@nprfinance.com ফোন নং - ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০ ওয়েবসাইট www.nprfinance.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি ৩০/০১/২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 এর মাধ্যমে, ০১/০৪/২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা ভৌত সিকিউরিটিজগুলির স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো খোলার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।
এই বিশেষ উইন্ডোটি সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়া/অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/পরিপূরণ করা হয়নি। এইভাবে স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট মোডে স্থানান্তরকারীর কাছে জমা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরনের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তর/লিয়েন-মার্ক/অঙ্গীকার করা হবে না।
এই বিশেষ উইন্ডোটি ০৫/০২/২০২৬ থেকে ০৪/০২/২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য খোলা থাকবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানির আরটিএ মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০ ০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com ওয়েবসাইট https://nichetechpl.com/ অথবা আরও সহায়তার জন্য investors@nprfinance.com এই ঠিকানায় কোম্পানির কাছে জমা দিতে পারেন, উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে।
উপরে উল্লিখিত সেবি সার্কুলার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটে (https://nprfinance.com) পাওয়া যাবে।

এনপিআর ফিনান্সি লি.-এর পক্ষে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ১০২৯১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০২.২০২৬

মানাকসিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L74950WB1984PLC038336
রেজি অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫
ইমেল : investor.relations@manaksia.com ওয়েবসাইট : www.manaksia.com

ভৌত সিকিউরিটিজের ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এবং স্থানান্তরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা কিন্তু নথিপত্র, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/অনুপস্থিত থাকা ভৌত সিকিউরিটিগুলির স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করতে পেরে আনন্দিত।
এই বিশেষ উইন্ডোটি **৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি কেবলমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) -এর কাছে স্থানান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য তাদের অনুরোধ জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা নীচের ঠিকানায় কোম্পানি/আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :

মানাকসিয়া লিমিটেড	মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি
টার্নার মরিসন বিল্ডিং	(ইউনিট- মানকসিয়া লিঃ)
৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল	২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল,
কলকাতা- ৭০০ ০০১	কলকাতা -৭০০০০১
টেলিফোন ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫	ফোন : ০৩৩-২২৪৩-৫০২৯
ইমেল : investor.relations@manaksia.com	ইমেল : mdpldc@yahoo.com

মানাকসিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
দেবদীপ চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান - কলকাতা
তারিখ- ১০.০২.২০২৬

MANAKSIA
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬
ইমেল : info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট : www.manaksiasteels.com

ভৌত সিকিউরিটিজের ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এবং স্থানান্তরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানি আনন্দের সাথে একটি অফার করছে ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা কিন্তু নথিপত্র, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/অনুপস্থিত থাকা ভৌত সিকিউরিটিজের স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য এককালীন বিশেষ উইন্ডো।
এই বিশেষ উইন্ডোটি **৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি কেবলমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে স্থানান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য তাদের অনুরোধ জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা নীচে দেওয়া ঠিকানায় কোম্পানি/আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :

কোম্পানি	আরটিএ
শ্রী অজয় শর্মা	মাহেশ্বরি ডেটোমেটিক্স প্রা. লি.
কোম্পানি সেক্রেটারি	(ইউনিট- মানাকসিয়া স্টিলস লি.)
মানাকসিয়া স্টিলস লি.	২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল,
টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ,	টেলিফোন : ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯
২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১	ইমেল- mdpldc@yahoo.com
টেলিফোন ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫/৫৬	
ইমেল : info.steels@manaksiasteels.com	

মানাকসিয়া স্টিলস লি. এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০২.২০২৬

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L01222WB1983PLC059695
রেজিঃ অফিস : অরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬
ইমেল: info@taiind.com, **ওয়েবসাইট:** www.taiind.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	সমাপ্ত বর্ষ ৩১ মার্চ ২০২৫
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪,০০৩.৭১	৩,২৪৯.২৫	৬,৬৩৩.৬৬	৯,৮০২.০০	২২,২৪৮.৪৫	২৮,২৫২.৯২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	(৩৫.৮০)	৫৫.৯১	৪৭.৪৪	২১.১৯	১৫৬.০৯	১৬২.১৮
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(৩৫.৮০)	৫৫.৯১	৪৭.৪৪	২১.১৯	১৫৬.০৯	১৬২.১৮
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(৩০.১৫)	৩৫.৩১	৩০.৬১	৫.২৬	১১০.৫২	১০৯.৫০
৫	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	(২৮.৯৮)	১১.৪৪	(৪.২৭)	১০.২১	৯৬.৩১	৬৪.৮৫
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- প্রতিটি)	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত	-	-	-	-	-	২,৩৬০.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) -						
	(ক) মৌলিক ( )	(০.৫০)	০.৫৯	০.৫১	০.০৯	১.৮৪	১.৮৩
	(খ) মিশ্রিত ( )	(০.৫০)	০.৫৯	০.৫১	০.০৯	১.৮৪	১.৮৩

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) উপরোক্তটি বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com -তেও পাওয়া যাবে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
রোহন ঘোষ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN: 00032965)

স্থান: কলকাতা
তারিখ :১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ
রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	বর্ষ থেকে তারিখ ০১.০৪.২০২৫ থেকে ৩১.১২.২০২৫	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১১,২৬৩.২৩১	২,৫৯,৩৭৮.৭৯৮	৩,৫৪,৫৯৫.১৪৯
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	৭,৭২২.৩৫৬	৪,৯২৮.১৫৩	৬৭,৭৩৮.২২০
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	৫,৪৫৪.৮৬৯	২,৬৫৯.৪১৬	৪৬,৯৪৮.১৮৮
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	-২,৭২,৬১৭.৭৩৬	-৪,৬৯,৬০৮.৩৯৯	৩,০৮,৬৪৮.৬৩৩
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২.০০০	৫০,৬১২.০০০	৫০,৬১২.০০০
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি			
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	২৬,৬৭,৮৮১.৯৮৬	২৬,৬৭,৮৮১.৯৮৬	৩১,৩৭,৪৯০.৩৮৫
৭.	নিট মূল্য	২৭,১৮,৪৯৩.৯৮৬	২৭,১৮,৪৯৩.৯৮৬	৩১,৮৮,১০২.৩৮৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	১.০৮	০.৫৩	৯.২৮

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অঙ্কিত মহেনসারিয়া
ডিরেক্টর
DIN : 07334059

তারিখ : ১০/০২/২০২৬
স্থান : কলকাতা

১০৬ বছর বয়সেও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পরাধীন ভারতে জন্ম। বয়স শতায়ু পেরিয়ে ১০৬। অথচ আজও বার্ধক্য ভাতার অধিকার থেকে বঞ্চিত পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর বিধানসভার অন্তর্গত ৩২ বিঘা গ্রামের বাসিন্দা বৃদ্ধ শেখ ইব্রাহিম। হাতের আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) না ওঠার অজুহাতে তাঁকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ভোটের মুখে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।

জামালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম বত্রিশবিঘার আদি বাসিন্দা শেখ ইব্রাহিম। তাঁর দাবি, '১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে আমার জন্ম।' ভোটার কার্ড অনুযায়ী বর্তমানে তাঁর বয়স ১০৬ বছর। শেখ ইব্রাহিম জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু হওয়ার পর তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সেই আবেদন গ্রহণ করা হলেও আজ পর্যন্ত ভাতা পাননি তিনি। প্রথমবার আবেদন করার পর ভাতা না পাওয়ায় তিনি ভেবেছিলেন হয়তো কোনও ভুল হয়েছে। তাই ফের দ্বিতীয়বার সমস্ত নিয়ম মেনে আবেদনপত্র জমা দেন। কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি। কেন ভাতা পেলেন না; এই প্রশ্নের উত্তরে কাঁপা গলায় বৃদ্ধ তাঁর বাম হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'আমার আঙুলের ছাপ নাকি উঠছে না, এই অজুহাত টাই আমাকে দেখানো হয়েছে।' শতায়ু পেরিয়েও ভাতা না পাওয়ার বেদনা লুকোতে পারেননি শেখ ইব্রাহিম। তিনি বলেন, 'আমার গ্রামের অনেক বয়স্ক মানুষ বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন। শুধু আমিই পেলাম না। কী আর করব, এটাকেই নিজের ভাগ্য ভেবে নিয়েছি।' তাই এ নিয়ে আর কাউকে কিছু বলেননি বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, জামালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডল জানান, 'কিছু সমস্যার কারণে শেখ ইব্রাহিম নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেননি। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর না থাকায় তাঁর আবেদন সরকারি পোর্টালে আপলোড করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই তিনি বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন না।' উপ-প্রধানের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধের দুই ছেলে শেখ রায়হান উদ্দিন ও শেখ বাগবুল ইসলাম বলেন, 'গ্রামে হওয়া শিবিরে আমাদের জানানো হয়েছিল, বাবার আঙুলের ছাপ না ওঠার কারণে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যাচ্ছে না। সেই কারণেই সব সমস্যার সূত্রপাত।' এদিকে, শতায়ু পার করা একজন বৃদ্ধের বার্ধক্য ভাতা না পাওয়া নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'ভোটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়নের গল্প শোনাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব উন্নয়ন কী, তা জামালপুরের ১০৬ বছরের বৃদ্ধ শেখ ইব্রাহিমের বার্ধক্য ভাতা না পাওয়ার ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।' ভোটের আবহে এই ঘটনা প্রশাসনিক গাফিলতি না কি ব্যবস্থার ব্যর্থতা তা নিয়েই এখন উত্তাল রাজনৈতিক মহল।

SREI
শ্রেয়ী ইকুইপমেন্ট ফিনান্স লিমিটেড
(CIN: U70101WB2006PLC109898)
রেজিস্টার্ড অফিস এবং হেড অফিসঃ
৭ তলা, ইউনিট নং ৭০৪, গোদরেজ ওয়াটারসাইড-১
প্লট-৫, ব্লক ডিপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেলঃ sefl@srei.com | **ওয়েবসাইটঃ** www.srei.com

নোটিশ

এতদ্বারা **শ্রেয়ী ইকুইপমেন্ট ফিনান্স লিমিটেড (এসইএফএল)**-এর, গ্রাহক, বিক্রেতা, বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং সকল বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং হেড অফিস এসইএফএল-এর ঠিকানা নিম্নোক্ত মতে **১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** থেকে কার্যকর হিসেবে স্থানন্তরিত হয়েছে।

১. **রেজিস্টার্ড ঠিকানাঃ**
বিশ্বকর্মা, ৮৬সি তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬-থেকে ঃ- ৭ তলা, ইউনিট নং-৭০৪, গোদরেজ ওয়াটারসাইড-১, প্লট-৫, ব্লক ডিপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় স্থানান্তরিত।

২. **হেড অফিসঃ**
প্লট নং ওয়াই-১০, ব্লক ইপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকেঃ- ৭ তলা, ইউনিট নং-৭০৪, গোদরেজ ওয়াটারসাইড-১, প্লট-৫, ব্লক ডিপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় স্থানান্তরিত।

সংশ্লিষ্ট সকলকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত এবং ওয়াকিবহাল হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরও জিজ্ঞাসা/তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ
শ্রী শান্তনু ব্যানার্জি, সিনিয়র ম্যানেজার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
ফোনঃ ০৩৩-৬৬০২ ২০০০। ইমেলঃ santanu.banerjee@srei.com

বোর্ডের অদেশক্রমে
শ্রেয়ী ইকুইপমেন্ট ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

তারিখঃ ১১.০২.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর-সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ, প্রতিবাদে এলাকাবাসীদের ঝাঁটা, লাঠি নিয়ে বিক্ষোভ দম্পতির বাড়ির সামনে। ২০২৪ সালের ২ ডিসেম্বর টাকিতে এলাকার মানুষদের ভয়ে দেখানোর অভিযোগ প্রাক্তন সেনা কর্মীর আগ্নেয়াস্ত্র এখনো থানায় জমা আছে। সেই সেনা কর্মীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে এবার রাস্তায় নামল এলাকাবাসীরা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা হাসনাবাদ টাকি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোরঞ্জন পাত্র-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন এলাকারই ওই বিএসএফ প্রাক্তন সেনাকর্মী স্ত্রীর। হঠাৎই তৃণমূলের কাউন্সিলার-সহ এলাকার মানুষ জানতে পারেন বিষয়টি। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা। ঝাঁটা, লাঠি দিয়ে বিক্ষোভ ফেটে পড়েন তাঁরা। বিএসএফ প্রাক্তন সেনাকর্মীর বাড়ির সামনে গিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, সেনা ও তাঁর স্ত্রী বিজেপি অঙ্গুলি হেলোনে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। প্রাক্তন সেনা কর্মী দীপক দাস বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এই এলাকার প্রতিবেশী মহিলাদের বিভিন্ন সময় কুপ্রস্তাব এমনকি পুকুরের স্নান করতে যাওয়াও মহিলাদের উপর কুনজর দেন দীপক। আর এই নিয়ে কাউন্সিলর প্রতিবাদ করেছিলেন। তার জন্যই তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। এমনকী ২০২৪ সালের ২ ডিসেম্বর, এই প্রাক্তন সেনা কর্মী কাউন্সিলরকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করেছিল এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। সেই অভিযোগে বিএসএফ কর্মী ও তার স্ত্রী গ্রেপ্তার হয়। পর জেল খেটেছিলেন। এদিন ব্রাহ্মণ পরার রাস্তায় টাকি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সীমা মুখার্জী ও অর্নব মুখার্জী-সহ কয়েক শো মহিলা প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান। তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন। তার আগেই এই রাজ্যে পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি। ধৃত ব্যক্তির নাম ভবতোষ মণ্ডল। বাদুড়িয়া থানার চাতরা লালকুঠি এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় গ্রেপ্তার করা হয় ওই বাংলাদেশি যুবককে। গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশে বেশ কিছু ডকুমেন্টস। আর মাত্র দু'দিন বাকি বাংলাদেশে ভোট। তার আগে এই বাংলাদেশি কি কারণে এরাজ্যে ঢুকেছিলেন, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। ধৃত বাংলাদেশিকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে, বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতে নির্দেশ দেন।

পুরশুড়ায় তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে মাতৃশক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের ময়দানে নিজেদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে তৎপর সব রাজনৈতিক দল। তারই মধ্যে মঙ্গলবার পুরশুড়া বিধানসভার মইখণ্ডত এলাকায় বিজেপিতে যোগদান করলেন ৩০ জন মহিলা। বিজেপির দাবি, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়েই এই মহিলারা গেরুয়া শিবিরে সামিল হয়েছেন। এদিন বিজেপিতে যোগদানকারী মহিলাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। এই যোগদান সভা থেকেই তৃণমূল সরকার ও তাদের বিভিন্ন প্রকল্পকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। বিমান ঘোষের দাবি, 'বাংলার মাতৃশক্তি আর লক্ষ্মী ভান্ডারের সামান্য টাকায় সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্থায়ী চাকরি। তৃণমূল সরকার লক্ষ্মী ভান্ডারের লোভ দেখিয়ে মা-বোনেদের ভোট নিতে চাইছে। কিন্তু মাত্র ১৫০০ টাকায় কি সংসার চলে? এই ভাতা মানুষের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে না।' তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল খারাপ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় নেই। দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মহিলারা পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছেন এবং নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করতেই বিজেপিতে যোগদান করছেন। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এদিন 'লক্ষ্মী ভান্ডার চাই না, চাই শিক্ষা, চাই চাকরি।' এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রচার চালানো হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল কেবল ভাতা নির্ভর রাজনীতি করছে, অথচ বিজেপি উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার পথে হাঁটার কথা বলছে। সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী এক মহিলা জানান, 'আমরা ভাতা চাই না। আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে কাজ পাক। রাজ্যে চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তাই আমরা বিজেপিতে যোগ দিলাম।' এদিকে, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের যোগদান সভা রাজনীতির উত্তাপ আরও বাড়াবে। এখন দেখার, ভোটের ময়দানে এই ইস্যুগুলি কতটা প্রভাব ফেলে।

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

adventz

CIN : L36993WB1995PLC069510

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস), কলকাতা - ৭০০ ০০১

ই-মেইল : corp@poddarheritage.com, ওয়েবসাইট : www.poddarheritage.com

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (কোম্পানি) এর ডিরেক্টর বোর্ড, অডিট কমিটি'র সুপারিশক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ) এর প্রতিবেদন

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির তিনমাস এবং নয়মাসের অনিরীক্ষিত (স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ) আর্থিক ফলাফল অনুমোদিত হয়। উক্ত ফলাফল মেসার্স চতুর্বেদী অ্যান্ড কোং এলএলপি, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, কোম্পানির বিধিবদ্ধ অডিটরস কর্তৃক পর্যালোচিত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে।

বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রতিবেদন সহ সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : https://www.poddarheritage.com/BM_OUTCOME_10.02.2026.pdf থেকে এবং প্রদত্ত কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
স্বা/-
গৌরব আগরওয়ালা
ডিরেক্টর
(ডিন : ০০২০১৪৬৯)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আলিপুর শাখা
১/এ, রোনাল্ডশে রোড
কলকাতা - ৭০০০২৭

দায়বদ্ধতা চুক্তির মাধ্যমে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ব্যাংকের কাছে চার্জ করা নিম্নোক্ত বন্ধকীকৃত জিনিসপত্র, যার ভৌত দখল **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, আলিপুর শাখা** কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১১.০৩.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **৬,১৯,২৮,৭৯৫.০০ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা)** পরবর্তী, সুদ, অন্যান্য চার্জ, ব্যয় এবং খরচ সহ আদায় করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, আলিপুর শাখা** কর্তৃক **মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা. লি., রেজি. অফিস** ২০বি, আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, ৮ম তল, স্যুট নং ৭এ(আই), কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। **ফ্যাক্টরি ঠিকানা** জি. টি. রোড, কুলতোরা, পো. - সীতারামপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩৫৯। **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা - ৭০০ ০২৩ কাছ থেকে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে অস্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি. **রেজি. অফিস :** ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৮মতল, সুট নং ৭এ(১), কলকাতা-৭০০০৬৯। ফ্যাক্টরি ঠিকানা : জি টি রোড, কুলতোড়া, পো : সীতারামপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৫৯। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক -সি,আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। **শ্রী রাজেশ গুপ্তা (ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক -সি,আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। **শ্রী দিব্যম গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক -সি,আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। **শ্রীমতি সীমা গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক -সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা -৭০০০২৩। **মেসার্স ডেস্টিনেশন টেক্সটাইলস প্রা লি.,** ৯৪, ফিয়ার্স লেন, ২য়তল, রুম নং ১০৪, কলকাতা- ৭০০০১২। খ) আলিপুর শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত মৌজা- কুলতোড়া, জেএল নং ২১, এলআর প্লট নং ৬৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, (খতিয়ান নং পর্চা ৯৩৫/১ অনুযায়ী), জি টি রোড আসানসোল, থানা : কুলটি চৌকি বর্ধমান, আসানসোল পুরসভা অধীন, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৫৯, **সম্পত্তি দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি. এর নামে।**	**৬,১৯,২৮,৭৯৫.০০ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) **১৭,৬০,০০০.০০ টাকা (*)** (সতের লাখ ষাট হাজার টাকা) খ) **১,৭৬,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30258881333B** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৩.২০২৬ থেকে ১০.০৩.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১০.০২.২০২৬/ স্থান- কলকাতা | চিফ ম্যানেজার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড

REGAAL RESOURCES

সিআইএন: U15100WB2012PLC171600

নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭ম তল, ডি২/২, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১, পশ্চিমবঙ্গ

ফোন: ০৩৩ ৩৫২২২৪২২ ই-মেইল: info@regaal.in ওয়েবসাইট: www.regaalresources.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(শেয়ার প্রতি আয় ছাড়া অন্য সব তথ্য মিলিয়নে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে. ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টে. ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে. ২০২৪ অনিরীক্ষিত উল্লেখ্য নোট-৬	ন. মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসে. ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ন. মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসে. ২০২৪ অনিরীক্ষিত উল্লেখ্য নোট-৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	৩,২২৯.৭০	৩,২০০.২৩	২,৫৭২.২৮	৮,৮৯৫.৬২	৬,৫৬৬.২৩	৯,১৫১.৬১
২.	অন্যান্য আয়	৩.৬১	২.৫৪	০.৫৬	৮.৭২	৯.৬৬	২৪.১৫
৩.	**মোট আয় (১+২)**	**৩,২৩৩.৩১**	**৩,২০২.৭৭**	**২,৫৭২.৮৪**	**৮,৯০৪.৩৪**	**৬,৫৭৫.৮৯**	**৯,১৭৫.৭৬**
৪.	খরচসমূহ						
	(ক) ব্যবহৃত উপকরণের খরচ	১,৩০১.৬৯	১,২৮৮.৬২	১,৬৪৭.৮৮	৩,৯৩০.৫৯	৩,৭৫৫.১৩	৫,৩০৮.৮৫
	(খ) বিক্রয়ের জন্য মজুত পণ্যের ক্রয়	১,৪২৭.৯৫	১,০৭৫.৭৮	৩৫৮.৩৫	২,৯২৭.২৪	৯৬৬.২৬	১,৪০০.৪৯
	(গ) প্রস্তুত পণ্য, বিক্রয়ের জন্য মজুত পণ্য এবং প্রক্রিয়াধীন কাজের মজুত (ইনভেন্টরি)-এর পরিবর্তন	(৩০৪.৮২)	৫০.৪৪	(১০৩.৮৬)	(১৭০.৫৩)	(৩৯.২৭)	(৬৩.৩৩)
	(ঘ) কর্মচারী সুবিধা খরচ	৮০.৪২	৭৩.৬৭	৬২.৩২	২২৭.৪৭	১৮০.০৫	২৪৬.৪৪
	(ঙ) অর্থায়ন খরচ	৬৮.৭৫	৮৯.৮৯	৭৬.১৫	২৪৫.৮৩	২৭৩.৪৮	৩৭৩.৫০
	(চ) অবচয় এবং বিলোপন খরচ	৩৯.৬৮	৩৯.৮২	৩৭.১১	১১৮.৯২	১০১.৭৪	১৪০.৫৬
	(ছ) অন্যান্য খরচ	৩৭৮.৯৪	৩৬১.৩৬	৩০০.৩০	১,০৪০.৩১	৮৪৬.৫৩	১,১৩১.২৬
	মোট খরচ	**২,৯৯২.৬১**	**২,৯৭৯.১৯**	**২,৩৭৮.২৫**	**৮,৩১৯.৮৩**	**৬,০৮৩.৯২**	**৮,৫৩৭.৭৭**
৫.	**ব্যতিক্রমী দফা এবং করের আগে লাভ/(ক্ষতি) (৩-৪)**	**২৪০.৭০**	**২২৩.১৯**	**১৯৪.৫৯**	**৫৮৪.৫১**	**৪৯১.৯৭**	**৬৩৭.৯৯**
৬.	**ব্যতিক্রমী দফা (উল্লেখ্য নোট - ৭)**	**৬৬.৫৭**	-	-	**৬৬.৫৭**	-	-
৭.	**করের আগে লাভ/(ক্ষতি) (৫-৬)**	**১৭৪.১৩**	**২২৩.১৯**	**১৯৪.৫৯**	**৫১৭.৯৪**	**৪৯১.৯৭**	**৬৩৭.৯৯**
৮.	কর খরচসমূহ						
	(ক) চলতি কর	৩০.৬৫	৪৬.৫৩	৩৪.৯৬	৯৩.৭১	৮৮.০০	১০৬.৬০
	(খ) স্থগিত কর	১১.০২	৯.৫৪	১৭.৩৩	৩৩.৯৮	৩৯.১০	৫৪.৭১
	মোট কর খরচ	**৪১.৬৭**	**৫৬.০৭**	**৫২.২৯**	**১২৭.৬৯**	**১২৭.১০**	**১৬১.৩১**
৯.	**নির্দিষ্ট সময় / বছরের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (৭-৮)**	**১৩২.৪৬**	**১৬৭.১২**	**১৪২.৩০**	**৩৯০.২৫**	**৩৬৪.৮৭**	**৪৭৬.৬৮**
১০.	অন্যান্য ব্যাপক আয়						
	যে আইটেমগুলো লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে না						
	নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনার পুনঃপরিমাপ	১.৬২	১.৭১	(০.৯৩)	৩.৩২	১.১৩	২.১১
	উপরোক্তের সাথে সম্পর্কিত আয়কর	(০.৪১)	(০.৪৩)	০.২৪	(০.৮৪)	(০.২৮)	(০.৫৩)
	অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর-পরবর্তী নিট)	**১.২১**	**১.২৮**	**(০.৬৯)**	**২.৪৮**	**০.৮৫**	**১.৫৮**
১১.	**নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (৯+১০)**	**১৩৩.৬৭**	**১৬৮.৪০**	**১৪১.৬১**	**৩৯২.৭৩**	**৩৬৫.৭২**	**৪৭৮.২৬**
১২.	**পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ৫ টাকা)**	**৫১৩.৬২**	**৫১৩.৬২**	**৪১০.৬৮***	**৫১৩.৬২**	**৪১০.৬৮***	**৪১০.৬৮**
১৩.	**অন্যান্য ইক্যুইটি**						**২,০২৪.৪০**
১৪.	**প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের আয় (টাকায়) - (বার্ষিকীকরণ করা হয়নি)**						
	(ক) মৌলিক	১.২৭	১.৮৬	১.৮০*	৪.২৩	৪.৭০*	৬.০৫
	(খ) মিশ্রিত	১.২৬	১.৮৪	১.৭৯*	৪.১৯	৪.৬৯*	৬.০৩

* উল্লেখ্য নোট- ৪

১ উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪, ইন্টেরিম ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ('ইন্ড এএস ৩৪') এ বর্ণিত স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতিগুলি এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিগুলি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি সেবি কর্তৃক সময় সময় জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সহ লিস্টিং রেগুলেশনসের ৩৩ নং রেগুলেশনের উপস্থাপনা ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে।

২ কোম্পানিটি মূলত 'ভুট্টা স্টার্চ এবং এর উপজাত পণ্য' উৎপাদন এবং ভুট্টা ব্যবসার সাথে জড়িত। কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ (সংশোধিত) এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ড এএস ১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্টস' অনুসারে কোনো পৃথক রিপোর্টিং সেগমেন্ট নেই।

৩ কোম্পানি তার ইনিশিয়াল পাবলিক অফার (আইপিও) সম্পন্ন করেছে, যেখানে প্রতিটি ৫ টাকা ফেস ভ্যালু সহ ২৯,৯৯৯,৫২০ টি ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি শেয়ার ১০২ টাকা ইস্যু মূল্যে (প্রতি শেয়ারে ৯৭ টাকা শেয়ার প্রিমিয়াম সহ) ইস্যু করা হয়েছে। আইপিও-এর ফলস্বরূপ, ২০২৫ সালের ২০ই আগস্ট তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (বিএসই) এ তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই ইস্যুটিতে ২০,৫৮৭,৫২০ টি ইক্যুইটি শেয়ারের ফ্রেশ ইস্যু অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মোট পরিমাণ ২,০৯৯.৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং বিক্রয়কারী শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা ৯,৪১২,০০০ টি ইক্যুইটি শেয়ারের অফার ফর সেল, যার মোট পরিমাণ ৯৬০.০২ মিলিয়ন টাকা।
মোট আইপিও খরচ ৩৩৩.০০ মিলিয়ন টাকা (কর ব্যতীত) বিক্রয়কারী শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা বিক্রি করা শেয়ার এবং কোম্পানি কর্তৃক ইস্যু করা শেয়ারের অনুপাতে আনুপাতিকভাবে ভাগ করা হয়েছে। আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার (আইপিও খরচ বাদে) নিচে সংক্ষিপ্ত করা হলো-

প্রোস্পেক্টাস অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রোস্পেক্টাস অনুযায়ী ব্যবহার করার পরিমাণ	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যবহৃত পরিমাণ	৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অব্যবহৃত পরিমাণ *
আমাদের কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত নির্দিষ্ট বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ এবং/অথবা অগ্রিম পরিশোধ	১,৫৯০.০০	১,৫৮১.০৮	৮.৯২
সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যসমূহ	২৮১.৪০	২৭৬.২৩	৫.১৭
মোট প্রাপ্ত অর্থ	১,৮৭১.৪০	১,৮৫৭.৩১	১৪.০৯

* ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অব্যবহৃত নেট প্রাপ্ত অর্থ সাময়িকভাবে কোম্পানির একটি নির্দিষ্ট বিশেষ চলতি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে।

৪ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন এবং বেসিক/ডাইল্যুটেড আর্নিংস পার শেয়ার (প্রতি শেয়ারে উপার্জন) ইন্ড এএস ৩৩ - আর্নিংস পার শেয়ার অনুসারে শেয়ার উপবিভাগ (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা থেকে ৫ টাকা করা হয়েছে) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরে (অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর পরে) করা বোনাস ইস্যুর প্রভাব প্রতিফলিত করার জন্য সমন্বয় ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫ উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৬ ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া তৈত্রমাসিক পরিসংখ্যানগুলো হলো; ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া নয় মাসের নিরীক্ষিত অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক বিবরণী এবং ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া ছয় মাসের (ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) পরিসংখ্যানের মধ্যকার সমঞ্জস্য বিধানকারী উদ্বৃত্ত। উল্লেখ্য যে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিসংখ্যানগুলো সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়নি; কারণ ত্রৈমাসিক পর্যালোচিত আর্থিক ফলাফল জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোম্পানিটি তালিকাভুক্ত হওয়ার পর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ৩০ জুন শেষ হওয়া প্রান্তিক থেকে প্রযোজ্য হয়েছে। তবে, উক্ত সময়ের আর্থিক ফলাফল যাতে সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়, তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

৭ কোম্পানি বিহার শিল্পোন্নয়ন নীতি ২০১৬/২০১১-এর অধীনে এপ্রিল ২০১৯ থেকে পণ্য বিক্রয়ের ওপর পণ্য ও পরিষেবা কর ভর্তুকি (এসজিএসটি রিইম্বার্সমেন্ট) দাবি বা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে এমন কিছু পরিবেশকদের কাছে সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা এপ্রিল ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির সরবরাহের ওপর দাবি করা এসজিএসটি ক্রেডিট ব্যবহার করে পরবর্তী আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ে আইজিএসটি পরিশোধ করেছে। শিল্প বিভাগ দ্বারা এই প্রান্তিকে জানানো হয়েছে যে, এটি ২০.০১.২০২০ তারিখে জারি করা রেজোলিউশন নং ১০৮-এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং সেই কারণে এই অর্থ ফেরতযোগ্য বা পরিবর্তনযোগ্য। তবে, বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট কিছু পরিবেশকদের সাথে হওয়া চুক্তির শর্তানুযায়ী, আইজিএসটি দায় মেটাতে এসজিএসটি ক্রেডিট ব্যবহার না করার মাধ্যমে চুক্তির ধারা লঙ্ঘন করার কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবেশকদের কাছ থেকে ১০৪.৬৪ মিলিয়ন টাকা আদায়যোগ্য। অবশিষ্ট ৬৬.৫৭ মিলিয়ন টাকা এই প্রান্তিকে 'ব্যতিক্রমী আইটেম' হিসেবে আর্থিক ফলাফলে দেখানো হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক দাবি পাওয়া যায়নি, তবে বিচক্ষণতার খাতিরে এই অ্যাকাউন্টিং করা হয়েছে। ফলে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, আর্থিক ফলাফলের ওপর এর বাইরে আর কোনো বস্তুগত প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।

৮ ২১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ভারত সরকার ২৯টি বিদ্যমান শ্রম আইনকে একীভূত করে চারটি শ্রম কোড (শ্রম বিধি) ঘোষণা করেছে;মজুরি কোড ২০১৯, শিল্প সম্পর্ক কোড ২০২০, সামাজিক নিরাপত্তা কোড ২০২০ এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ কোড ২০২০। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই রেগুলেশন পরিবর্তনের ফলে আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে খসড়া কেন্দ্রীয় বিধি এবং প্রশ্নাবলী প্রকাশ করেছে। কোম্পানি 'ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া' -এর নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিবর্তনের অতিরিক্ত প্রভাব মূল্যায়ন করেছে এবং ৪.৫৫ মিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত প্রভাব 'কর্মচারী সুবিধা ব্যয়' -এর অধীনে প্রদর্শন করেছে। কোম্পানি কেন্দ্রীয়/রাজ্য বিধি চূড়ান্তকরণ এবং শ্রম কোডের অন্যান্য বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে স্পষ্টীকরণের ওপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে যথাযথ অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

স্বা/-
অনিল কিশোরপুরিয়া
(চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন: ০০৭২৪৩২৮

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০২.২০২৬

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

NICCO PARKS

CIN: L92419WB1989PLC046487

রেজিস্টার্ড অফিস : "ঝিল মিল" সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬

ই-মেল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ (উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড তিন মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১,৩২০.১৪	৫,০৯৯.৭৭	১,৮৯০.৮২	১,৩২০.১৪	৫,০৯৯.৭৭	১,৮৯০.৮২
২.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৯২.১৪	১,২৯৯.৯৬	৫২১.৭৪	৯৮.৩০	১,৫১৪.৪০	৬৩৭.৮৮
৩.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯২.১৪	২,৮৪০.৯১	৫২১.৭৪	৯৮.৩০	১০৪.৫১	৬৩৭.৮৮
৪.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৮৬.৩৪	২,০৪৩.৬৮	৩৮২.৭৬	৯১.৬২	২০০.৩৫	৪৮৫.৫৪
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১০১.৪৭	২,৫৫১.৫৬	৩৭০.১৫	১০৬.৪৮	৪০৬.১২	৩৯২.১৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) বিগত গণনা বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ ব্যতীত মজুত	৮,০৬৪.৮৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে	৮,০৬৪.৮৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে	৬,৮৩৭.৫৫ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে	১০,২৫০.৫৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে	১০,২৫০.৫৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে	৮,৮৮৮.১৬ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য (ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি) - মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	০.১৮	৪.৩৭	০.৮২	০.২০	(০.৪৩)	১.০৪

দ্রষ্টব্য :

১. উপরে বর্ণিত তথ্যটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি নির্যাস। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.niccoparks.com) উপলব্ধ।

২. ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের উপর একটি সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছেন।

৩. পার্কের কার্যক্রম, খাবার ও পানীয় এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি ঋতুভিত্তিক হওয়ায়, কোম্পানির পারফরম্যান্স এক ত্রৈমাসিক থেকে অন্য ত্রৈমাসিকে পরিবর্তিত হয় এবং ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফল কোম্পানির বার্ষিক পারফরম্যান্সের প্রতিনিধিত্ব করে না।

৪. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ ("রাজ্য সরকার") থেকে প্রাপ্ত ০৮-নভেম্বর-২৫ তারিখের দখলপত্র অনুযায়ী, ১.৪৬ একর পরিমাপের একটি জমি, যা কোম্পানির "খাবার ও পানীয় এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক সুবিধা" বিভাগের কিছু কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হতো, উক্ত তারিখ থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়েছে। বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকায়, এই বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতা অনুযায়ী, কোম্পানি যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ৩১-ডিসেম্বর-২৫ পর্যন্ত এর আয় বাবদ ৩৫৪.৭২ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতা হিসেবে আলাদাভাবে জমা রাখা হয়েছে। এটি সেই অনুযায়ী এই আর্থিক ফলাফলে স্বীকৃত হয়েছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত সরাসরি ব্যয় করা ৩৬.৭৬ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আদায়যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং 'অন্যান্য আয়'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ ও ব্যয়সমূহ সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতে ধার্য করা আছে। বরাদ্দযোগ্য অংশটি পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত এবং সম্মত ফি-এর সাথে আদায় করা হবে।

৫. ২৩-ফেব্রুয়ারি-৯০ তারিখে দ্য ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (যা নিকো কর্পোরেশন লিমিটেড নামে পরিচিত, বর্তমানে অবসায়িত), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মধ্যে সম্পাদিত যৌথ সেক্টর চুক্তি অনুযায়ী, কোম্পানির জমি যেটির ওপর অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং খাবার ও পানীয় ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, সেটি ৩৩ বছরের লিজে কোম্পানিকে প্রদান করা হয়েছিল, যার সাথে সমপরিমাণ সময়ের আরও দুটি মেয়াদের নবায়নের শর্ত ছিল। নিকো কর্পোরেশন লিমিটেড-এর অবসায়ন প্রক্রিয়ার দরুন, তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ারগুলি হস্তান্তরিত হয়েছে এবং এর ফলে নির্দিষ্ট যৌথ সেক্টর চুক্তিটি নিষ্ফল ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যপাল এবং কোম্পানির মধ্যে ০৫-জুলাই-৯১ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী ৩৩ বছরের লিজের প্রথম মেয়াদ ২৮-ফেব্রুয়ারি-২৩ তারিখে শেষ হয়েছে। লিজ চুক্তি নবায়নের জন্য পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ১১-অক্টোবর-২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আবেদন করা হয়েছে এবং তা বর্তমান তারিখ পর্যন্ত কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এটি চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকায়, সম্ভাব্য বৃদ্ধির জন্য পরিচালনা পর্ষদ তাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও হিসাববিজ্ঞানের সতর্ক নীতি প্রয়োগ করে ফি এবং চার্জের জন্য যে পরিমাণ প্রাক্কলন করেছে, তা এই একক আর্থিক ফলাফলে অব্যাহত রাখা হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী চুক্তির শর্তানুসারে সম্মত ফি এবং চার্জসমূহ সংশ্লিষ্ট সময়কালে পরিশোধ ও ব্যয় হিসেবে গণ্য করা অব্যাহত রয়েছে। ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য অনুযায়ী, নবায়নের আবেদনটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং লিজটি নবায়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তদনুসারে, কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলি উপরোক্ত চুক্তিতে প্রদত্ত শর্তাবলী অনুযায়ী চলমান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং অবচয়সহ প্রয়োজনীয় বিধানগুলি স্বীকৃত হয়েছে এবং আর্থিক ফলাফলসমূহ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা অব্যাহত রয়েছে।

৬. ভারত সরকার ২১-নভেম্বর-২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মজুরি বিধি, ২০১৯, শিল্প সম্পর্ক বিধি, ২০২০, সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০, এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিধি, ২০২০ (একত্রে 'শ্রম বিধি' নামে পরিচিত) বিজ্ঞাপিত করেছে, যা দেশের বিদ্যমান একাধিক শ্রম আইনকে একীভূত ও প্রতিস্থাপিত করেছে। কর্মচারী সুবিধা সংক্রান্ত ভারতীয় হিসাব মান ১৯-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, আইনি সংশোধনের ফলে কর্মচারী সুবিধায় পরিবর্তন একটি পরিকল্পনা সংশোধন হিসেবে গণ্য হয়, যার ফলে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির পর ব্যয়ের যে কোনো পরিবর্তন অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। ফলস্বরূপ, অতীত পরিষেবা খরচের কারণে কর্মচারী সুবিধা এবং ব্যয়ের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব হিসেবে ৪৭.০২ লক্ষ টাকা (যা একজন স্বাধীন অ্যাকচুয়ারি দ্বারা বা অন্যভাবে প্রাক্কলিত) এই আর্থিক ফলাফলে কর্মচারী সুবিধা ব্যয় হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রকাশ করা হয়েছে। অধিকন্তু, কর্মচারীদের ওপর শ্রম বিধির প্রভাব এবং অন্যান্য খরচ বর্তমানে মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং এর অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী এখনও বিজ্ঞাপিত হয়নি। এই বিষয়ে অগ্রগতি এবং আরও স্পষ্টীকরণ পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত থাকবে এবং এর ফলে পরবর্তী সামঞ্জস্যগুলি, যার পরিমাণ ম্যানেজমেন্টের অনুমান অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তা পরবর্তী সময়ে নির্ধারণের পর কার্যকর করা হবে।

৭. উপরে ৪ নম্বর নোটে উল্লিখিত কারণের জন্য পূর্ববর্তী বছরের বা সময়ের পরিসংখ্যান বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় নয়। যেখানে প্রয়োজন সেখানে এগুলি পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে
রাহুল মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
(DIN : 07119881)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

অসমে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন

গুয়াহাটি, ১০ ফেব্রুয়ারি: অসমে বিশেষ সংশোধন (স্পেশ্যাল রিভিশন)-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। তালিকায় ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে। যা খসড়া তালিকা থেকে ০.৯৭ শতাংশ কম। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, খসড়া তালিকা থেকে ২.৪৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, খসড়া তালিকায় ২ কোটি ৫২ লক্ষ ১ হাজার ৬২৪ জন ভোটারের নাম ছিল। চূড়ান্ত তালিকায় তার থেকে বাদ পড়েছেন ২.৪৩ লক্ষ ভোটার। বিশেষ সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৩৯।

মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে অসমের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর জানিয়েছে, ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া শেষে ২৭ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারির মধ্যে তালিকা এবং ভোটার সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ এবং দাবি খতিয়ে দেখা হয়েছে। তার পরই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হল।

মঙ্গলবার অসমের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ২৭ ডিসেম্বরে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্য যাচাইয়ের কাজ করে কমিশন। তার পর ২৭ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। কমিশনের তথ্য বলছে, চূড়ান্ত তালিকায় পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮২ হাজার ২১৩। মহিলা ভোটার ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৮৩ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ৩৪৩।

গগৈয়ের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটির মানহানির মামলা হিমন্তের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: গৌরব গগৈ-হিমন্ত বিশ্বশর্মা দ্বন্দ্ব চরমে। এবার কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। ওই মামলায় যুক্ত করা হয়েছে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্র সিং, ভূপেশ বাঘেলকেও। হিমন্তের মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, জমি দুর্নীতি নিয়ে মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে।

গত সপ্তাহে অসম প্রদেশে কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ অভিযোগ করেন, রাজ্যজুড়ে হিমন্ত শর্মা এবং তাঁর পরিবারের লোকেদের নামে ১২ হাজার বিঘে জমি রয়েছে। বিষয়টি জানার পরেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বাস্তবেই সেই কাজ করেছেন মঙ্গলবার। এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, আজ আমি ৫০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছি কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্র সিং, ভূপেশ বাঘেল এবং গৌরব গগৈয়ের বিরুদ্ধে।

একই পরিবারের ৫ সদস্যের রহস্যমৃত্যু

বুরারির ছায়া মথুরায়

লখনউ, ১০ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির বুরারি কাণ্ডের ছায়া এবার উত্তরপ্রদেশের মথুরায়। ঘরের মধ্য থেকে উদ্ধার হল ৩ শিশু-সহ একই পরিবারের ৫ সদস্যের দেহ। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে মথুরা জেলার মহাবন থানা এলাকায়। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দুধের গ্লাস। পুলিশের সন্দেহ দুধে বিষ মিশিয়ে তা পান করে গণআত্মঘাতী হয়েছে এই পরিবার।

পুলিশ জানিয়েছে মৃতরা হলেন, ৩৫ বছর বয়সি কৃষক মণীশ, তাঁর স্ত্রী সীমা, পাঁচ বছরের মেয়ে হানি, চার বছরের প্রিয়াংশী এবং দুই বছরের ছেলে পঙ্কজ। মনীশের বাড়ির পাশেই থাকতেন তাঁর আরও দুই ভাই। তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই বাড়িতে কোনও সাড়াশধ না মেলায় সন্দেহ হয়েছিল প্রতিবেশীদের। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর জানালা দিয়ে উঁকি দেন প্রতিবেশীরা। দেখেন, স্বামী-স্ত্রী ও ৩ সন্তান অস্বাভাবিকভাবে মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। কোনও সাড়াশধ নেই তাঁদের শরীরে। সন্দেহ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ

পুলিশ খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দেহের পাশেই দেখা যায় একটি দুধের গ্লাস। রান্নাঘরের দেওয়ালে লেখা রয়েছে, 'আমরা আত্মহত্যা করছি'। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান বিষ মেশানো দুধ খেয়েই আত্মঘাতী হয়েছে ৫ জন। যদিও কেন তাঁরা এমন পদক্ষেপ করল তা স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রতিবেশীদের। মণীশের এক আত্মীয় বলেন, ২০১৮ সালে মণীশ ও সীমার বিয়ে হয়েছিল। এমনিতে তাঁদের মধ্যে কোনও অশান্তি ছিল না। কোনওরকম ঝগড়াঝাটিও শোনা যায়নি দু'জনের। মঙ্গলবার সকালে দীর্ঘক্ষণ তাঁরা দরজা না খোলায় কৌতূহলের বসে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিলেন তাঁরা।

জেলবন্দি ইমরানের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ পাক সুপ্রিম কোর্টের

ইসলামাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি: কারাবন্দি পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর আইনজীবীদের দেখা করতে দেওয়ার নির্দেশ দিল পাক সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে ইসলামাবাদ হাইকোর্টও একই নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তা পালন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ইমরানের আইনজীবী এবং পরিবারের সদস্যদের।

মঙ্গলবার পিটিআই সমর্থক আইনজীবীদের আবেদনের ভিত্তিতে পাক সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আবেদনকারীদের মধ্যে এক আইনজীবী থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে গিয়ে ৭৩ বছরের ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেবেন। এর পরে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পাক শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলবন্দি ইমরানের সঙ্গে গত তিন মাস ধরে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে তাঁর দলীয়

অনুগামীরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদি এবং বিচারপতি শহিদ বিলাল হাসানের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের বেঞ্চ মঙ্গলবার ইমরানের দেখা করার আবেদনের শুনানি করে পিটিআইয়ের আইনজীবী সলমন সফদারকে 'আদালত বান্ধব' (অ্যামিকাস কিউরি) হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

দুই বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রতিনিধি হিসাবে সলমন আদিয়ালা জেল পরিদর্শন করবেন এবং ইমারানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

Memo. No.: 3004/RM, Date: 10.02.2026
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-16e/2025-26/2nd Call/SL1 & SL2
Tender ID: 2026_MAD_1003219_1 & 2
Name of the work: Different type of Electrical Work in different wards Ranaghat Municipality (2 nos.) under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I) Last Date Submission of Bid: **17.02.2026.**
Memo. No.: 3005/RM, Date: 10.02.2026
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-22e/2025-26/2nd Call/SL1 & SL2
Tender ID: 026_MAD_1003460_1 & 2
Name of the work: Different type of Work in different wards Ranaghat Municipality (2 nos.) under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I) Last Date Submission of Bid: **17.02.2026.**
Memo. No.: 3006/RM, Date: 10.02.2026
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-23e/2025-26/2nd Call/SL1
Tender ID: 2026_MAD_1003485_1
Name of the work: Solar Light (4 nos.) at Sahid Nityananda Nagar) under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I) Last Date Submission of Bid: **17.02.2026.**
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

ময়দান

বিতর্ক সরিয়ে জয়ের পথে টাউন ক্লাব
এরিয়ানের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠের বাইরের বিতর্ক যে মাঠের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলতে পারে না, তা আরও একবার প্রমাণ করল টাউন ক্লাব। সিএবি প্রথম ডিভিশন লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এরিয়ান ক্লাবের বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ রান তুলে জয়ের পথ অনেকটাই প্রশস্ত করল তারা । মঙ্গলবার খেলার শেষে চালকের আসনে সুরজিৎ লাহিড়ীর ছেলেরা ।ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে এরিয়ান ক্লাব ৫২ ওভারে ১৯৯ রান সংগ্রহ করে ৬ উইকেটের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে টাউন ক্লাবের ব্যাটাররা ধৈর্য ও দক্ষতার পরিচয় দেন। ১১৫ ওভার ব্যাট করে ৯ উইকেটে ৪১৯ রান তোলে টাউন ক্লাব। ২২০ রানের বিশাল লিড নিয়ে প্রতিপক্ষকে কার্যত ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে তারা ।গত বছরের নানা প্রতিকূলতা ও বিতর্ক কাটিয়ে এ বছর নতুন উদ্যমে মাঠে নেমেছে টাউন ক্লাব। আর এই সাফল্যের নেপথ্যে অন্যতম কারিগর ক্লাবের প্রাণপুরুষ সুরজিৎ লাহিড়ী। এদিন তিনি সারাক্ষণ মাঠের ধারে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন। দলের এই দাপুটে পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে সুরজিৎ লাহিড়ী বলেন ছেলেরা যখন মাঠে লড়াই করছে, তখন আমি গ্যালারিতে থাকব না, সেটা সম্ভব নয়। ওদের পাশে থাকাই আমার প্রধান কাজ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-এডিএ-ই-টেন্ডার-০২-২০২৬, তারিখ ০৯.০২.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** নতুন মাস্ট দ্বারা কম প্রোথিত/ঝুঁকে পড়া ওএইচই মাস্টের প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৪১,০৫,৫০০.৭৩ টাকা। উক্ত কাজের জন্য **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায় এবং **টেন্ডার খোলা হবে** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টার পর। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। (PR-1167)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
e-NIT No: 53/2025-2026/APS FUND (2nd & 3rd Call) vide Memo No.: 672/Bh-I Block, dated 06/02/2026. (Details: http://wbtenders.gov.in).
Sd/- Block Development Officer
Bharatpur-I Dev. Block, Murshidabad

Tender Notice
NIeT No: 12/DOM/GGP/15th FC 2025-26, Publishing & Bid Submission Start Date: **03/02/2026 from 05.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **10/02/2026 upto 03.00 PM** Bid Opening Date: **12/02/2026 after 03.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

Tender Notice
NIQ No: 13/2025-26, Publishing & Bid Submission Start Date: **10/02/2026 from 02.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **17/02/2026 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **19/02/2026 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
The Sr. Superintending Engineer, South- Western Circle, P.W.Dte., Midnapore invites online e-tender for the works under Tamluk Division, P.W.Dte. in the District of Purba Medinipur (1) Balance work for Construction of proposed R.C. Bridge at 3.70 Kmp. of Ratulia-Gobardhanpur Road (Phase-II) (Revised)". Estimated Amount : Rs. 3,23,99,310.00 & (2) Surfacing work of Khukurdah Khanyadihi Road from 0.00 Kmp. to 5.30 Km. Estimated Amount: Rs. 1,07,68,386.00. NIeT No. 17(2) of 2025-2026. Tender ID 2026_WBPWD_1002947_1 & 2. Bid Submission start date (online): 11.02.2026 from 10.00 Hours. Bid Submission closing date (online): 04.03.2026 at 15.00 Hours. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Tarun Kr. Chakraborty,
Sr. Superintending Engineer,
South-Western Circle, P.W.Dte.

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Four (4) Nos. of Construction work in different places within Ghatal Municipality. **WBMAD/GHATAL/NIT-18e/2025-26, Dated: 05/02/2026, Tender ID : 2026_MAD_1003262_1 to 4.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 79, 80/WS/Eng/26 Dt. 10-02-26 & EQ. 147/PW/Eng/26 Dt. 21-01-2026
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার অধিগৃহীত)
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
টেন্ডার নোটিশ
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নির্বাচিত শাখাগুলিতে ''এলইডি ডিজিটাল সাইন বোর্ড সরবরাহ এবং সংস্থাপন'' এর জন্য (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) ২ ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা টেন্ডার আহ্বান করছে। আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **১৬.০২.২০২৬।**
টেন্ডার ফর্ম নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** সময়ে সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।**
সিনিয়র ম্যানেজার, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থতল, ১৪ ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।
তারিখ : ১১.০২.২০২৬ এজিএম/ডিজেডএম

TENDER NOTICE
WBCADC is inviting e-tender for Electrification Work of Agriculture Seed Go-down under RKVY Fund at WBCADC, Debra Project during the Financial Year 2025-26, [NIT No.-44/2025-26, Tender Amount Rs. 1,52,810.00]. The intending tenderers will have to collect the tender documents within 19.02.2026 Up to 16.30 hours by downloading through the website stated below-
For details visit the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
DEPUTY SECRETARY
WBCADC

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৬/৯, তারিখঃ ০৯.০২.২০২৬। ''প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার'', পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **(ক) ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৫২৪৬৯;** ফিল্টার অ্যাসেম্বলীর সেট ইত্যাদি; ১৮১০৬০ টাকা। **(২); ১০২৫১১৪৬;** ম্যাগনেট ভালভ্ অ্যাসেম্বলী; ১৭৫৮৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১ এবং ২-এর জন্য)। **(৩); ১০২৫১০৫৮;** হাই কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি কন্ট্যাক্টর ক্রয় ইত্যাদি; ১৫৩৪১০ টাকা। **(৪); ১০২৫১০৯৪;** পোর্ট সহ সিংডব্লু রিলে ভালভ্; ১৯০১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩ এবং ৪-এর জন্য)। **(৫); ১০২৫১০৯৫;** ১/২ ইঞ্চি টাইপ-টি এয়ার স্ট্রেনার কমপ্লিট; ১০৭১৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ২০২৫১৩৬৩;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য কাপ স্লিভের পেয়ার ইত্যাদি; ১০০২৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ২০২৫১০৬৩এ;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য সেমি-পার্মানেন্ট কাপলার এন্ড ''বি''-র প্রাপ্যতা; ৩০৭৮৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ১২২৬৫১৩২;** ইউটিভি, ফুলটাস-এর জন্য হুইল অ্যাক্সেল অ্যাসেম্বলী; ২০০৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ২১২৫১২২১;** টেফলন টেপ ০.০০৩" পুরু ২০ মিমি-এর প্রাপ্যতা; ১৫৬২৮০ টাকা। **(১০); ১০২৫৫০২০বি;** ডব্লুএপি-৫-এর জন্য গিয়ার বক্স কেস (মেশিনড্); ১৮৪৬৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৯ এবং ১০-এর জন্য)। **(১১); ১১২৫১৫১৮;** ফুট স্টেপ কমপ্লিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৩২০৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ১১২৬১৫৩১;** ২ আইটেম সমন্বিত কন্ট্রোল আর্ম অ্যাসেম্বলী লেফট্-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৩৩৮৩৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ১০২৬২৩০৮;** ফায়ার ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি; ২৯৪৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ১১২৫১১২১;** এলএইচবি কোচের জন্য ব্রেক প্যাড; ১৫৬৮৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৫); ১৫২৬৫০১৩;** ট্র্যাক মেশিনের জন্য স্মার্ট এএলসি সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ ইত্যাদি; ১৯০০৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬); ২০২৬৫০০৪;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/ইএমইউ/০০৯৬-২০০৮ (রেভ ৪), ইএলজিআই (মডেল নং. আরআর ১০০৭০ ওএফ) অথবা ফেবলি ট্রান্সপোর্ট (মডেল নং. এফটি০০৫২৪৪১-১০১)-এর সমতুল অনুযায়ী ২৫ কেভি ৩ ফেজ এসি ইএমইউ-র জন্য উপযুক্ত ৩ ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, কুলার ইউনিট এবং এয়ার ড্রায়ার ইত্যাদি সহ অ্যাসেম্বল করা মডিউলার মাউন্টিং ফ্রেম সহ মেন এয়ার কম্প্রেসার, অয়েল ফ্রি; ৩২০৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ০৭২৬১০৭৩;** আরডিএসও স্পেসি. নং. সি-৯৪০৭, টাইপ-II, রেভ. ৪ অফ আগস্ট ২০২৩ অনুযায়ী উড বেসড্ ইমপ্রেগ্নেটেড কমপ্রেসড্ ল্যামিনেটস্-এর প্রাপ্যতা, সাইজঃ ২৪০০ মিমিx১২০০x ৪ মিমি; ১৩৪৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ১০২৫২১০১;** পার্ট নং. ৫৫১০৭৪০ অনুযায়ী এওএইচ কিট; ১৫৭০৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৯); ১০২৫১১৪২এ;** মোমেন্টারি কন্ট্যাক্ট লিমিট স্যুইচ; ১১৫৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০); ১৪২৫১১৮৩;** পয়েন্ট মেশিন ২২০ মিমি স্ট্রোকের জন্য ক্ল্যাম্প টাইপ গ্রাউন্ড কানেকশনের জন্য কম্পোনেন্টের প্রাপ্যতা, এটি সমন্বিতঃ (১) ড্রইং নং. আরডিএসও/এস৩৩৯৫এ-অল্ট-পিটিজে-২ অনুযায়ী বি.জি.-এর জন্য ক্ল্যাম্প পয়েন্ট লক ৬০ কেজি (টিডব্লুএস)ঃ ১ সেট। (২) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৪৬০ অল্ট-পিটিজে-৩ অনুযায়ী ড্রাইভ রড ঃ ১টি, (৩) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৪৬১ অল্ট-পিটিজে-৬ অনুযায়ী ড্রাইভ রড লাগ ঃ ১টি, (৪) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৫৯১ অল্ট-পিটিজে-২ অনুযায়ী স্যুইচ এক্সটেনশন ব্র্যাকেট ঃ ২টি, (৫) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৪৬৩ অনুযায়ী বুশ ঃ ১টি, (৬) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৫৯২ অনুযায়ী ইন্স্যুলেটিং প্লেট (আরএইচ) ঃ ১টি, (৭) ড্রইং নং. আরডিএসও. এস. ৩৫৯৩ অনুযায়ী ইন্স্যুলেটিং প্লেট (এলএইচ) ঃ ১টি, (৮) ড্রইং নং. এস. ৮৬৪০ অনুযায়ী ইন্স্যুলেটিং ওয়াশারঃ ৮টি, (৯) ড্রইং নং. এসএ ৫৪ এ/এম অল্ট/পিটিজে-১ অনুযায়ী পিন কমপ্লিট ঃ ১টি, (১০) ড্রইং নং. এস২৩১৯৯ অনুযায়ী বুশ ঃ ৪টি, (১১) ড্রইং নং. এসএ ৯১৫৮ অল্ট পিটিজে-১ অনুযায়ী বোল্ট স্পেশাল হেড (ক্যাশেল নাট সহ) ঃ ৪টি, লক বার অ্যাসেম্বলী, লক আর্ম, স্টক রেল ব্র্যাকেট, ড্রাইভ লাগ এবং ড্রাইভ রড ইত্যাদিতে ''এস অ্যান্ড টি/পিটিজে'' এমবস করা সহ সরবরাহ করতে হবে; ১১৭৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ১০২৫২৫৯৩;** মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টের সেট ক্রয় ইত্যাদি; ১০৭০৫০ টাকা। **(২২); ১০২৫১৮১১;** ডিসি-ডিসি কনভার্টার সহ ট্যুইন বিম হেড লাইট কমপ্লিট; ১২৭৪৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২১ এবং ২২-এর জন্য)। **(২৩); ১০২৬১০০৫;** সাসপেনশন স্প্রিং (প্রাইমারি) ইত্যাদি; ১৫২৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১০২৬১০০৬;** সাসপেনশন স্প্রিং সেকেন্ডারি ইত্যাদি; ১২২৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ১০২৫২৪১৯এ;** পিনিয়ন শাফট্ ২১ টিথ ইত্যাদি; ১৮৮২৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ২১২৫১০১১বি;** সাইড ফ্রেম কি ইত্যাদি; ৫৫৩৬১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৭); ১০২৬২৬১৪;** অ্যাক্সেল গাইড রডের জন্য স্ফেরিব্লক; ১৯০৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৮); ১০২৬২৩১৮;** হেডলাইট এবং হেডলাইট ইনটেনসিটির জন্য স্প্রিং লোডেড স্যুইচ ইত্যাদি; ১৬১৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৯); ০৭২৫১০৯০ই;** কনভেনশনাল এবং ৩ ফেজ লোকোমোটিভের জন্য সিএলডব্লু ড্রইং নং. ৪ ডব্লু. ১২০০০.০৫৪/বি, অল্ট নং. বি, সামগ্রীঃ সিএসআই > ৮৮ সহ সিজন করা শাল কাঠ অনুযায়ী কাঠের ওয়েজের প্রাপ্যতা, সাইজঃ ২৫০ মিমিx১০০ মিমি x১০০ মিমি; ১০৪৪৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩০); এসপিএসসিএলপিএসসিস্লিপার২৬-২৮;** স্পেশাল টাইপ পিএসসি স্লিপারের প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৩.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩০-এর জন্য)।
(খ) ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ (১); ৫২২৫৬৪৭৭এ; মেকাট্রনিক্স ল্যাব স্থাপন সহ ট্রেনিংয়ের আধুনিকীকরণ; ৯৯৪১৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২৮.০২.২০২৬।
দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-68/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide **e-NIT NO. 003/15th FC(Tied grant)/Arandi-II/2025-26,** for 05 nos. scheme from **15th FC (Tied) Fund.** Date of online submission start date **11-02-2026, 12-00 Hours** and Date of online submission closing date **18-02-2026, 14-00 Hours.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 128, 131, 133, 139, 141/PW/Eng/APAS/26 Dt. 03-12-25, 03-12-25, 12-12-25, 19-01-26 (2nd Call) & ET. 140/PW/Eng/APAS/26 Dt. 19-01-26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Corrigendum
N.I.E. ET. No. 44/WS/Eng/25 Dt. 02-09-25 (2nd Call 3rd Corri), 66/WS/Eng/26 Dt. 07-01-26 (1st Call 2nd Corri) & 74/WS/Eng/26 Dt. 29-01-26 (1st Call 1st Corri)
Bid Submission period: 18.02.26 instead of 09.02.26 & 17.02.26 instead of 09.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 152/PW/Eng/APAS/26 Dt. 10-02-26 & ET. 65, 66, 73/PW/Eng/APAS/25 Dt. 16-10-25 (4th Call) & ET. 54/PW/Eng/APAS/25 Dt. 01-09-25 (5th Call)
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
3rd Call
N.I.E. ET. No. 100/PW/Eng/APAS/25 Dt. 18-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 51/WS/Eng/25 Dt. 16-10-25 (2nd Call), 76, 77, 78/WS/Eng/26 Dt. 09-02-26 & T. 39/WS/Eng/25 Dt. 25-08-25 (3rd Call)
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 15 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/271/BM/2025-26/APAS(2nd. Call), Date: 10.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5011681_1, Bid Submission Start date- **10.02.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **13.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **18.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **20.02.2026 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/244/BM/2025-26/APAS(2nd.Call) Date: 10.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5011675_1, Bid Submission Start date- **10.02.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **13.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **18.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **20.02.2026 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
25eq/APAS/NM/2025-26 To 29eq/APAS/NM/2025-26
ID: 2026_MAD_5011619_1, 2026_MAD_5011622_1, 2026_MAD_5011629_1, 2026_MAD_5011636_1, 2026_MAD_5011640_1,
Last Date of submitting tender **18.02.2026 16:00 hours. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

OFFICE OF THE AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK MURSHIDABAD
N.I.e.T NO:-17/AMLAI G.P/2025-26(2nd call),Dated:-10/02/2026 Date of Publication of **E-NIT:-11/02/2026 (FROM 11.00 a.m.)** Document download start Date & Time:- **11/02/2026 (FROM 11.00 a.m.)** Document download end Date & Time: **18/02/2026 (6.00 p.m.).** Bid submission start Date & **Time:-11/02/2026 (FROM 11.00 a.m.)** Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid.:-**18/02/2026(2.00 p.m.)** Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Amlai Gram Panchayat:- **20/02/2026 (2.00 p.m.)** Details **see:-www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3445, Dt. 28/01/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2026_MAD_1002371_1-2,** Last Date of Bid Submission **18/02/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

OFFICE OF THE DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV. BLOCK RAMPUR, HASANPUR, MURSHIDABAD, PIN-742302
e-mail: dangapara.gp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 10/DGP/2025-26 (2nd Call), Dated: 09-02-2026.** The last date for online submission of tender is **18-02-2026 (Wednesday) upto 13:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Nasima Khatun
(Prodhan, Dangapara G.P.)

OFFICE OF THE DHABLAT GRAM PANCHAYAT
SAGAR PANCHAYAT SAMITY, P.O.- CHEMAGURI, P.S.- SAGAR, DIST.- SOUTH 24 PARGANAS, PIN- 743373
On behalf of Dhablat Gram panchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 513/ DGP, OF 15th CFCG UTIED** under Dhablat Gram panchayat Dated **10/02/2026.** Details are available in the website wb **tenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dhablat Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 56/25-26/FCXV/T Dated 10.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **19.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 55/25-26/FCXVSWM/T Dated 10.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: 19.02.2026 **up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER, Published Date: 07-11-2025
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

	Tender ID	Bid Submission Closing Date
1	2026_ZPHD_5011652_1	17-02-2026 at 12:00 NOON

For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

Baruipara Paltagarh Gram Panchayat
Vill+ P.O.- Baruipara, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Baruipara Paltagarh Gram Panchayat invites e-Tender under **NIT No.- 37/BP & 38/BP, Date : 09.02.2026,** total 14 Nos. scheme under **15th FC fund.** Tender Dropping End Date (Online) : **23.02.2026.** Tender Opening Date (Technical) : **25.02.2026.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Baruipara Paltagarh Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

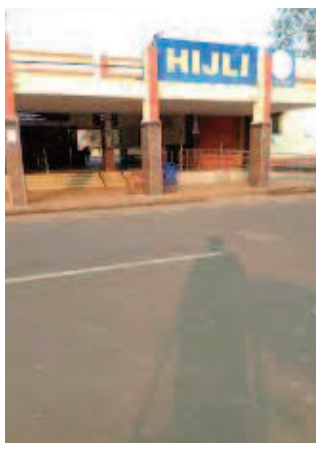

মনমাতানো মহালদিরাম

নন্দিতা মিত্র

হিমের আঁচলে ঢাকা পাহাড়ি ছোট্ট গ্রাম মহালদিরাম। সিটং থেকে অহলদারা হয়ে মহালদিরামের পথে চলেছি। দূরত্ব প্রায় ২৪ কিলোমিটার, সময় লাগল ঘন্টাখানেক মতো। একে একে পার হলাম নামথিং পোখরি, বাগোরা, চিমনি। সবুজ নেশা ধরানো পাইন-ধুপিতে ছাওয়া রাস্তা পেরিয়ে যে জায়গায় এসে পৌঁছালাম সেখানকার পিচরাস্তার দু'পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঢেউখেলানো চা-বাগান। বাগানের ধার ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে কয়েকটি হোমস্টে। ড্রাইভার দাদা এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন, ক্ষুণ্ও দেখিয়ে কাঞ্চন দিখাই দে রাহা হ্যায় ক্ষুণ্ সেদিকে তাকিয়ে দেখি মেঘমুক্ত আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তার সঙ্গীদের স্বাগতম সংবাদ বার্তা। ৫,৮০০ ফুট উচ্চতায় কার্শিয়াং জেলার ছোট্ট পাহাড়ি হ্যামলেটটিতে মূলত নেপালি আর লেপচা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। প্রচন্ড হাওয়ার দাপটের জন্য স্থানীয়দের কাছে এই জায়গা 'হাওয়াদারা' নামেও পরিচিত। অক্টোবরের শেষদিক বলে ঠান্ডার অস্তিত্ব বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। সবুজ চা-বাগানের ব্যাকগ্রাউন্ডে নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের দল দক্ষ চিত্রকরের হাতে আঁকা এক রঙিন ক্যানভাস যা ডেস্কটপে ওয়ালপেপার হিসেবে সাজিয়ে রাখতে মন চায়। চারিদিকে সবুজের আধিক্য। কোথাও গাঢ়, কোথাও বা হাল্কা সবুজের নানারকম শেড। প্রায় ২০০ একর জুড়ে বিস্তৃত এই চা-বাগানের চায়ের পাতাগুলো খুব ছোট আকারের। এখানে উৎপাদিত চায়ের প্রায় পুরোটাই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চা-বাগানের ফ্যাক্টরিতে টি-প্রসেসিং দেখে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে চলে গেলাম মহালদিরাম ভিউ পয়েন্টে যেখান থেকে নেপালের কিছু অংশ দেখা যায়। মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির অন্তর্গত এই জায়গায় রয়েছে পাখিদের নিজস্ব সংসার। নির্জন গ্রাম্য পথে এদের সঙ্গী করে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হেঁটে হেঁটে ছোট্ট গ্রামটির চারপাশের এলাকা ঘুরে দেখতে থাকি। যেকোনও পাহাড়ি গ্রামকে আপন করে নিতে চাইলে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতেই হবে। তবেই সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে একাত্ম বোধ করার পাশাপাশি আন্তরিক ভালোবাসাও পাওয়া যায় যা শহুরে মেকি ভালোবাসার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নির্জন প্রকৃতিও তার সৌন্দর্য উজাড় করে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকে সেই বিশেষ পর্যটকদের জন্য। শান্ত আর নির্জন পরিবেশে বৌদ্ধমন্ত্র সম্বলিত হাওয়ায় উড়তে থাকা রংবেরঙের লুংদারের হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে পথের বাঁক পেরিয়েই দেখতে পেলাম ছোট্ট একটি গুম্ফা। লাল-হলুদ রঙের মিশেলে তৈরি দ্বিতল গুম্ফাটি ছোট্ট হলেও কারুকার্যে আকর্ষণীয়। জোরে হাওয়া বইছে দেখে আক্ষরিক অর্থেই 'হাওয়াদারা' নামকরণটি সার্থকনামা মনে হল।

দু'একটি বাড়িতে কমলালেবুর গাছও দেখতে পেলাম। কাঁচা অবস্থায় সেগুলো সবুজ হলেও ডিসেম্বরে গোটা গ্রাম কমলা রঙে সেজে ওঠে। পর্যটক মহলে 'কমলালেবুর গ্রাম' হিসেবে সিটং এগিয়ে থাকলেও মহালদিরামের আকর্ষণও কম নয়। কিছু বাড়িতে স্থানীয় সবজির চাষ হচ্ছে। তবে তাদের মূল জীবিকা ধাপচাষের মাধ্যমে চায়ের আবাদ।

বহুকাল পূর্বে এখানে 'মহলদি' বলে একটি জলপ্রপাত প্রচন্ড বেগে বয়ে যেত। ইতিহাসের অন্দরমহলে প্রবেশ করে দেখতে পাই এখানে ব্রিটিশ শাসনকালে ইউরোপিয়ান ধাঁচের কয়েকটি বাংলো বাড়ি গড়ে উঠেছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কালস্রোতে বিলীন হয়ে গেছে।

চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে সরু পথে চলার রাস্তার চারিদিকে নয়নাভিরাম সবুজের ডালি। চায়ের পাতার বনজ গন্ধের নেশায় ঝিম ধরে। ঘন সবুজের মাঝে চিরহরিৎ বৃক্ষ 'শেড ট্রি' হয়ে গার্ড অফ অনার দিয়ে চা-গাছগুলোকে পরম যত্নে আগলে রেখেছে। এক অদ্ভুত মায়াবী ঘোর লাগে চোখে। নিঝুম এলাকার নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে পাখিদের নিভৃত আলাপ আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজে। তারা মিষ্টি-মধুর ঘর-গৃহস্থালি সাজিয়ে বসেছে গাছগাছালির ফাঁক-ফোকরে। শহুরে ব্যস্ততা নেই, গাড়ির কোলাহল নেই। নির্জন এই চা-বাগানে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এই গোটা সফরের প্রাপ্তি প্রকৃতিকে একদম নিবিড়ভাবে পাওয়া। এমন নৈসর্গিক দৃশ্যের কাছে নতজানু হলে কানে কানে শুনতে পাই হিমেল বাতাসের ফিসফিসানি, 'থেকে যাও আর কিছুক্ষণ'। সূর্যের ঝলমলে আলো পড়ে রাস্তার দু'ধারের বিস্তৃত সবুজকে যেন আরও বেশি করে বর্ণময় করে তুলেছে। তারই সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করছে দূরের রজতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তার পরিপাটি সংসার। যাঁরা একটু নিরিবিলিতে থাকতে চান তাদের জন্য একদম আদর্শ জায়গা। একটু দূরেই সিঞ্চল অভয়ারণ্যের শুরু। এখান থেকে ঘোরা যায় চটকপুর, মংপু, দার্জিলিং, শিবখোলা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায়।

চা-বাগানের ফ্যাক্টরিতে টি-প্রসেসিং দেখে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে চলে গেলাম মহালদিরাম ভিউ পয়েন্টে যেখান থেকে নেপালের কিছু অংশ দেখা যায়। মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির অন্তর্গত এই জায়গায় রয়েছে পাখিদের নিজস্ব সংসার। নির্জন গ্রাম্য পথে এদের সঙ্গী করে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হেঁটে হেঁটে ছোট্ট গ্রামটির চারপাশের এলাকা ঘুরে দেখতে থাকি। যেকোনও পাহাড়ি গ্রামকে আপন করে নিতে চাইলে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতেই হবে। তবেই সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে একাত্ম বোধ করার পাশাপাশি আন্তরিক ভালোবাসাও পাওয়া যায় যা শহুরে মেকি ভালোবাসার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

কীভাবে যাবেন: নিউ জলপাইগুড়ি বা বাগডোগরা থেকে গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন: থাকার জন্য বেশ কিছু হোমস্টে আছে।

ঘুরে আসুন হিজলী

ডাঃ শামসুল হক

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অতি ঐতিহ্যবাহী একটা গ্রাম হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এই হিজলী গ্রাম। সেই জেলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এই স্থান এখন অন্তর্ভুক্ত পুর্ব মেদিনীপুরের একটা অংশ হিসেবে।

একদা সেখানে ছিল অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ। ছিল দূর্গ , জাহাজঘাট , বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রজাতির বনস্পতির সমাহারে সমৃদ্ধ ঘন জঙ্গল সহ আরও অনেক কিছুই। ছিল পর্তুগিজ নাবিক এবং অন্যান্যদের বিশাল জনসমাগম। তারপর এসেছিল পাঠানদের একচ্ছত্র আধিপত্য। আজ অবশ্য কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব কিছুই বিলীন হয়ে গেছে নদী গর্ভে। তবে এখনও টিকে আছে সেই স্থানের সুবিখ্যাত একটা মসজিদ এবং মাজার। বাবা সাহেবের মাজার নামে অতি পরিচিত সেই তীর্থভূমি আজ ও স্বমহিমায় টিকে আছে হিজরীর মাটিতে।

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ বণিকরা ওড়িশার উপকূল অঞ্চল হয়ে হাজির হয়েছিলেন বনাঞ্চল ঘেরা এই এলাকায় । তাঁদের ই প্রচেষ্টায় তারপর সেখানে নির্মিত হয় অনেক দোকান পসরা এবং ধীরে ধীরে সেটা একটা বানিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত হয়ে ওঠে। আর সেইভাবেই কেটেছিল বেশ কয়েকটা বছরও। কিন্তু হঠাৎই ঘটে যায় ছন্দপতন। ১৬২৮ সাল নাগাদ সেখানে আগমন ঘটে পাঠানদের এবং শুরু হয় অন্য ইতিহাসও। আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে সেই স্থানের রূপ। ১৬৮৭ সাল নাগাদ সেটা পরিনত হয় ওঠে একটা বন্দর শহর হিসেবেও। সেইসময় পাঠানদেরই তত্ত্বাবধানে হিজরীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় একটা মসজিদ। তারপর একটা মাজারও।

কিন্তু সুন্দরভাবে দিন কাটেনি পাঠানদেরও। কারণ একটা সময় সবকিছুই বিলীন হয়ে যায় নদী এবং কাছাকাছি সমুদ্রের করাল গ্রাসে । তখন সেই স্থান দিয়ে প্রবাহিত রসুলপুর নদীর জল প্রবল বেগে চলত অতি নিকটের সমুদ্রেরই দিকে। বঙ্গোপসাগরের হাতছানিতেই সারা বছর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে থাকত নদী এবং তারই তলে তলিয়ে যায় সবকিছুই। কিন্তু অটুট থাকে মসজিদ এবং মাজার। সেই মসজিদ এবং মাজার এখন ও বিদ্যমান হিজলীর মাটিতে। প্রতিবছর চৈত্র মাসে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় ইসালে সওয়াবের। সমাগম ঘটে বহু মানুষজনদের। হিন্দু মুসলমান সহ অন্যান্য অন্য আরও অনেক সম্প্রদায়ের মানুষজন হাজির হন সেখানে। মাজারের বাইরে গাছের নীচে আছে একটা লৌহদণ্ড। সিকান্দারের আলাবাড়ি নামেই পরিচিত সেই দণ্ড ছুঁয়ে দর্শনার্থীরাও ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। হিজলী সংলগ্ন নদীর আছে বিশাল ব্যাপ্তিও। সেটাকে একটা মিনি সমুদ্র বললেও ভুল বলা হবে না। তার বিস্তীর্ণ বেলাভূমি এবং ঢেউয়ের রকমফের দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায় সবকিছু। আছে তার জোয়ার ভাটার খেলাও এবং সেটা ভীষণ উপভোগ্যও।

জোয়ারের সময় সেই বেলাভূমি জলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকলেও ভাটার সময় কিন্তু দেখা যায় তার অন্য রূপ। সেই স্থান তখন হয়ে ওঠে খোলা মেলা একটা প্রান্তর। সেখানে তখন চলে হরেক রকমের খেলাধুলা। শীতের মরশুমে মিঠে রোদ্দুরে গা এলিয়ে ছেলে বুড়োর দল মেতে ওঠেন ক্রিকেট খেলায়। শুধু তাই নয়, হিজলীর চরের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের দৃশ্য ও বেশ উপভোগ্য। কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরত্ব ও তার নয়। মাত্র দেড়শো কিলোমিটার ব্যবধান তাদের। তাই হাতে দুটো দিন সময় পেলেই ঘুরে আসা যেতে পারে সেখান থেকে। মাজার ছাড়াও কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে আছে আরও কয়েকটা দর্শনীয় স্থান। আছে দারিয়াপুর লাইট হাউস। প্রায় একশ ফুট উঁচু সেই টাওয়ার দেখলে ভরে উঠতে বাধ্য সমগ্ মনপ্রাণও। হিজলীর চতুর্দিক ঘিরে আছে অনেক মন্দিরও। এখানে এলে ঘুরে দেখা যাবে সবকিছুই। আবার কেউ যদি মনে করেন এগিয়ে যাবেন সমুদ্রের পাড় বরাবর তাহলে দেখতে পাবেন বাঁকিপুরের সৈকত, জুনপুট কিংবা চাঁদিপুরের মতো দর্শনীয় বেশ কিছু স্থানও।

হিজলীতে আছে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও। ইচ্ছে করলে অতি নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন ও করা যেতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ ভালো। কলকাতা থেকে সরাসরি বাস ধরে পৌঁছানো যায় সেখানে। ট্রেনে যেতে চাইলে সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে নামতে হবে হেড়িয়া স্টেশনে। সেখান থেকে বোগা গামী বাসে উঠে পৌঁছে যান সেখানে।